

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গত ১৫ বছর ধরে যে প্রতিক ও নামের প্রচার হয়ে



ফেলোছিল পশ্চিমবঙ্গের শহর থেকে গ্রাম সেই জোড়ফুল ও অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস নামটাই ফ্রিজ করে দিল নির্বাচন কমিশন। এই একই দিনে নন্দীগ্রাম থেকে প্রাণীপদ প্রত্যাহার করে নিল তৃণমূলকে প্রার্থী।

রবিবার: মোথাবাড়ি ও সুজাপুরে এসআইআর বিরোধী হিংসাত্মক



আন্দোলনে মদত দেওয়া মামলায় মালদার সুজাপুরের বিরোধী তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব করলো এনআইএ। সুত্রের খবর সাবিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সোমবার : করম পূজোর আগে পুর্কলিয়া সফরে গিয়ে কড়াড়ি ময়দানে



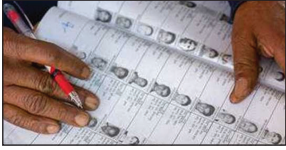
কুড়ুমি সমাজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অতীতে আন্দোলন করে পুলিশের খাতায় নাম ওঠা কুড়ুমির বিরুদ্ধে চলা সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হবে বলে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার : সন্তর-আশির দশকে বাঙালি হৃদয়ে ঝড় তোলা বহু সফল



ছবির মিষ্টি নায়িকা মিঠু মুখার্জি পাড়ি দিলেন পরলোকে। রেখে গেলেন মোচাকের প্রেমিকা নীপা, মর্জিনা আবদুল্লাহ মর্জিনা সহ আরও অনেক চরিত্র। ৭১ বছর বয়সে মুম্বাইয়ের ত্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মিঠু।

বুধবার : বাংলায় ভোটের হওয়ার আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে



বর্তমানে চলা ১৯টির জায়গায় আরও ২১টি ট্রাইব্যুনাল বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও বিচারপতিরা যাতে প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে দ্রুত শুনানী শেষ করতে পারেন তার জন্য নতুন সফটওয়্যার আনছে কমিশন।

বৃহস্পতিবার: চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই রাজ্য সরকারের ৫৪টি দপ্তরে



মোট ১ লক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হবে বলে নবাবের মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর জানানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে। বিভিন্ন দপ্তরে কাজের চাহিদার ভিত্তিতে নিয়োগের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।

শুক্রবার: নিউটাউনে ২ হাজার বেরের মাস্টি সুপার পেশালিটি



হাসপাতাল সহ ১টি স্বাস্থ্য উপনগরের গীল্যানাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী ও গৌতম আদানি ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। ৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে, কাজ পাবে ১০০০০ লোক, ১০০০ বেড থাকবে গরিবদের জন্য।

● **সবজাতা খবর ওয়ারা**

গণতন্ত্রের ভেলকিবাজি দুই স্তম্ভে বাঁচার লড়াই

ওঙ্কার মিত্র

এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করে, শুনানীতে গিয়ে, রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভোট দিয়ে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছ ভোটের তালিকা ও স্বচ্ছ ভোটের অভিযানে সামিল হয়ে যারা গণতন্ত্রকে বাঁচাতে শত কষ্ট করলো সেই সাধারণ জনগণের সব উদ্যোগকে নস্যাত করে শুরু হয়েছে জনপ্রতিনিধি ও আমলাতন্ত্রের ভেলকিবাজি। গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ লেজিসলেটিভ ও এক্সিকিউটিভের এই ভেলকি খেলার বড় তাঁবু দিল্লিতে বসিয়েছেন রাহুল গান্ধী। আরও ছোট দু-একটা টেব্ট লাগানো হয়েছে কলকাতায়, পাটনায়, উত্তরপ্রদেশ ও মুম্বাইতে। এসব জায়গায় খেলা দেখাচ্ছেন যথাক্রমে মমতা, তেজস্বি, অখিলেশ ও উদ্ভব। এই সব হেরো খেলোয়াড়ের এবারের খেলার নাম ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারকে হঠাৎ। এই দুঁদে আমলাই নাকি সবাইকে

ইচ্ছা করে হারিয়ে দিয়েছেন। আর যে জনগণ ভোট দিয়েছে তারা সব আঙুল চুষেছে, নাকি! এখনো তো সম্ভবত দিল্লি, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের ইন্ডিএম রাধা রয়েছে, সেগুলো দেখে নিক না রাহুলরা। ভারতীয় গণতন্ত্রে

যখন খুশি, যা কিছু বলার সীমা এবার বোধহয় নির্ধারণ করা দরকার। মজার কথা হল, এই হট্টমেলায় কলকাতায় আবার বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটানোর আর একটা তাঁবু বসিয়েছেন দু আমলা। সেখানে নির্যুত টিপ করে গুলি ছুঁড়ছেন রাজীবা সিনহা ও দেবশীষ সেন। এখানে

আমলাদের লক্ষ্য রাজনৈতিক নেতা নেত্রী। তাঁদের দাবী রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অধীনে হওয়া পশ্চিমবঙ্গের গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নাকি ব্যাপক রিগিং হয়েছে। মজার কথা হল সেইসময় রাজ্য নির্বাচন



কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন রাজীবা নিজেই। তিনি শিরদাঁড়া সোজা রেখে তখন কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে এখন নিশানা করছেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় থাকা তৎকালীন রাজনীতিকদের, বিশেষ করে মমতা ও অভিষেককে।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

বাঁধ উপচে জল ঢুকছে গঙ্গাসাগরে

সৌরভ নন্দর

ঘূর্ণিঝড় অর্ণব এবং পূর্ণিমার জোড়া কোটালের জেরে বর্তমানে অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে উত্তাল হুগলি নদী। নদী তীরবর্তী এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে, কারণ ইতিমধ্যেই নদী বাঁধ উপচে সরাসরি লোকালয়ে নদীর নোনা জল প্রবেশ করতে শুরু করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগরের বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই প্রাকৃতিক তাণ্ডবের ফলে

চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁধের বিভিন্ন অংশ দিয়ে জল ঢুকে পড়ায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এবং এর জেরে সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন ওই অঞ্চলের কয়েকশ সাধারণ পরিবার। জানা গিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর সকালের জোয়ারের সময় থেকেই গঙ্গাসাগরের সুমতিনগর এলাকায় বাঁধ উপচে এবং ভেঙে জল ঢুকতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে চরম বিপদ এড়াতে অসামান্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এরপর **দুয়ের** পাতায়



ভূমি দপ্তর ভবনের অবস্থা বিপজ্জনক

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমার অন্তর্গত বজ্রবজ-২ নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্থার



দপ্তরের দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা। বিপজ্জনক এই ভবনের দপ্তরের কাজ চলছে। ভবনের যে সমস্ত জানালাগুলো আছে তার কাচ ভেঙে পড়েছে। ভবনটি চারিদিকে আগাছা ও জঙ্গল ভরে গেছে। বৃষ্টি হলে উপর থেকে জল পড়ে ভবনের মধ্যে। ভবনে যে সমস্ত নথি সংরক্ষিত আছে সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

তৃণমূল আমলে এই ভবনটিকে বজ্রবজ-২ নম্বর ব্লকের পাশে 'কর্ম তীর্থ ভবন'-এ স্থানান্তরিত করার

বজ্রবজ-২

একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। বর্তমানে বজ্রবজ-২ নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমির সংস্থার দপ্তরের যিনি আধিকারিক আছেন শম্পা প্রধান এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বেশ কিছুদিন আগে ব্লক থেকে ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিলেন ভবনটির ইলেকেকশন করতে।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

৬৩ একর জমি পেল টিটাগড় নেভাল জাহাজ কারখানা ঘিরে বহু কর্মসংস্থানের আশা ফলতায়

অরিজিৎ মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প সম্প্রসারণে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। শিল্পতালুকে মোট ৩৩টি সংস্থাকে জমি বর্কন করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে টিটাগড় নেভাল সিস্টেম লিমিটেডকে প্রায় ৬৩ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। ওই জমিতে জাহাজ ও বিভিন্ন ধরনের ডেসেল তৈরির কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। কারখানাটি চালু হলে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা জমি ঘেরার



কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার তৎপরতায় দ্রুত বাকি অংশের জমিও ঘিরে ফেলার কাজ শেষ করে নির্মাণকাজ শুরু করার প্রস্তুতি চলছে। নতুন এই শিল্পপ্রকল্প ঘিরে আশার আলো দেখছেন ফলতা শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা এবং স্থানীয় শ্রমিকরা।

স্থানীয়দের বক্তব্য, একসময় ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গত ১৫ বছরে একাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এরপর **দুয়ের** পাতায়

দুর্যোগ সামলেও কাজে ব্যস্ত বাংলার মৃৎশিল্পীরা

দেবাশিস রায়

দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে শারদোৎসব। হাতে মাত্র সপ্তাহ খানেক সময়। বাঙালির শ্রেষ্ঠ পার্বণ দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে চারিদিকে যখন উৎসবের আবহ ঠিক তখনই তাণ্ডব শুরু করল 'অর্ণব'। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে মঙ্গলবার রাত থেকেই দক্ষিণবঙ্গে আকাশের মুখ ভার। দফায় দফায় বৃষ্টিপাত সেইসঙ্গে বোড়ো হাওয়ার দাপট। এই আনন্দোৎসবের আবহের মাঝেই ভয়ংকর সাইক্লোন 'অর্ণব' বুধবার গভীর রাত থেকে জোরদার হামলা চালিয়ে অরুণপ্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যের সমুদ্র উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত তখনক করে দিয়েছে। কোথাও মুহূর্তেই বজ্রপাত সহ



মুঘলধারে বৃষ্টিপাত তো, কোথাও প্রবল ঝড়ের ঝাপটা। সবমিলিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই মুহূর্তে একাধিক রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। গভীর নিয়চাপের কবল থেকে রেহাই পায়নি কলকাতা সহ

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিও। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলা দফায় দফায় বৃষ্টিপাতের কবলে পড়ে। এরপর **দুয়ের** পাতায়

বন্দে মাতরম বা জয় হিন্দ নয়, ইনকিলাবেই আস্থা বামেদের

শক্তি ধর

যারা একটু আর্থট রাজনীতির চর্চা করেন তারা বেশ বুঝতে পারছেন যে বাংলার রাজনীতিতে স্পেস দখলের একটা লড়াই শুরু হয়েছে। বিরোধী শক্তির শূন্যতা পূরণ করতে একটা মরিয়া প্রতিযোগিতা চলছে। তবে সবটাই হচ্ছে কিছুটা লোক দেখানোর মত। কারণ বিজেপি শাসকের আসন দখল করার এবং লড়াই নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর দল তিন টুকরো হয়ে যাওয়ায় পথে নেমে খাঁটি বিরোধিতার সেই ঝাঁজ বাংলা থেকে উধাও হয়ে গেছে। এখন পুলিশ বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে শর্ত মেনে সভা করে শক্তি প্রদর্শনের প্রচেষ্টা চলছে। ধর্মতলায় ২০ সেপ্টেম্বর এমনই একটা 'ইনকিলাব' সমাবেশ করে দেখালো সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। ছুটির দিনে জনজীবনে তেমন নেতিবাচক প্রভাব না পড়লেও সমাবেশের ভিড় দেখে সিপিএম-এর নেতা-কর্মীদের বেশে উৎসাহিত দেখালো। গণতন্ত্র, শিক্ষা, সংবিধান বাঁচানোর ডাক দিয়ে সমাবেশে তাদের দাবী ছিল

শিল্প-কাজ চাই। গত ৬ দশকে জীবন জীবিকায় তলানিতে চলে যাওয়া বাংলায় শিক্ষা, শিল্প, কাজের দাবী যে অত্যন্ত সঠিক তাতে কোনো সন্দেহ



নেই। কিন্তু মাত্র ৬ মাস আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদীভায়ে ভরসা রাখা বঙ্গবাসীর প্রশ্ন, এমন একটা সমন্বয়যোগী সমাবেশের নাম 'ইনকিলাব' রাখা কেন? আরবী শব্দ 'ইনকিলাব'-এর অর্থ বিপ্লব বা বড় বদল। ১৯২১ সালে ইসলামী পণ্ডিত তথা উর্দু কবি মাওলানা

হাসরাত মোহনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্লোগানে এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। ১৯২৯ সালে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বিধানসভায় বোমা হামলার পর ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর

মঞ্চ থেকে তেমন কোনো সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও শোনা যায় নি বা এ ক্ষেত্রে তার কোনো প্রশ্নও আসে না। তবে কি দুই বাঙালির উদ্ভাবিত বিপ্লবের দেশী শব্দ 'বন্দে মাতরম' বা 'জয় হিন্দ' কে ভুলিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমী ভারতীয় যুব সমাজের মগজে আরবী শব্দ 'ইনকিলাব' ঢুকিয়ে দিতে চায় সিপিএম? যেমন করে তারা এসেদের সংগ্রামী, চিন্তাবিদ, দার্শনিকদের বদলে ভারতীয়দের মগজে প্রতিষ্ঠা করতে চায় মার্গ, এঙ্গেল, লেনিনকে। মনে থাকতে পারে বছর চারেক আগে তৃণমূল আমলে এরাই ডাক দিয়েছিল 'ইনসাক' সভার। ইনসাকও একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ ন্যায়বিচার। কিন্তু ন্যায়বিচার সভা নয়, সিপিএমের পছন্দ ইনসাক সভাতেই। অবশ্য এ অভ্যাস বামেদের নতুন নয়, ভারতীয়দের থেকে বিদেশের প্রতিটান তাদের অনেক বেশি।

এর আগেও তারা এ দেশের মনীষীদের ছোট করে বিদেশী চিন্তাবিদদের নিজেদের পথপ্রদর্শক করেছে।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

আলিপুর বার্তা

শারদীয়া ১৪৩৩

আধ্যাত্মিক

ড. জয়ন্ত কুশারী, ডা. সুবোধকুমার চৌধুরী

এক্সক্লুসিভ

জাদুশিল্পী ড. পি সি সরকার জুনিয়র

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং অরিত্র ঘোষ দৃষ্টিদার

ড. জয়ন্ত চৌধুরি

গৌতম বসু

অগ্নিমিত্রা পাল

জয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

গল্প লিখেছেন

দুর্ভাগিনী ভট্টাচার্য, সূতপন চট্টোপাধ্যায়, অরুণোদয় ভট্টাচার্য, শৌভিক গাঙ্গুলী, সুকুমার মণ্ডল, তাপস প্রামানিক, রবীন প্রামানিক, বাবুরাম কর্মকার, কুণাল মালিক

প্রবন্ধ লিখেছেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা, পাঁচুগোপাল মাজী, সৌগত বসু, ড.সঞ্জিত জোতদার, প্রবীর নন্দী, সুশ্বেন্দু হীরা, দ্রোণ বন্দোপাধ্যায়, বিধান সাহা

সিনেমা

ড. শঙ্কর ঘোষ

ভ্রমণ

শর্মিষ্ঠা সাহা, রাখারমন গাঙ্গুলী

কবিতা লিখেছেন

প্রণব গুহ, স্মৃতি দত্ত, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, দত্তা রায়, পার্থসারথি সরকার, ভীম ঘোষ, বিবেকানন্দ নন্দর, সৌমিত্র কুণ্ডু, অরুণ কুমার মামা, শেফালী সরকার, ইলা দাস, অভিজিৎ মিথ, হিম্মন্তু মিত্রি, অনিল কুমার ঠাকুর, আশিস গিরি, রিনা গিরি, শিপ্রা আত ব্যানার্জী, সঞ্জয় চক্রবর্তী, কল্যাণ রায় চৌধুরী, অভিনন্দন মাইতি, আরতি দে, টুবেলু দত্ত

পুজোর সেরা উপহার

সংগ্রহ করতে এখনই যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে অথবা যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

০৩৩ ২৪৭৯ ৮৫৯১ / +৯১ ৯০৮৮৭ ০৩০৪৪

রাস্তা সংস্কারের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী, **হাওড়া** :
অভাবে। রাস্তার পিচ উঠে বিভিন্ন জায়গায় গর্তে পরিণত হয়েছে। আবার পিচ উঠে যাবার ফলে ছোট বড় রাস্তার পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। সকলের ভোগান্তির শেষ নেই।
নিত্যযাত্রী বেলে সিংহবাহিনী মায়ের মন্দিরের দাবি কাছ দিয়ে মণ্ডলা কালিতলা হয়ে চলে গেছে বড়গাছিয়া খিড়িশতলয়া। গ্রামীণ এই পিচের রাস্তা দিয়ে মূলত ছোট যানবাহন চলাচল করে। এই রাস্তাটি এলাকার মানুষের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। রাস্তাটির বর্তমানে বেহাল দশা সংস্কারের

ওষুধ রাখা নিয়ে আতঙ্ক, নির্দেশিকার দাবিতে স্মারক লিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, **আমতলা** :
গ্রামীণ চিকিৎসকদের (আইএইচসিপি) বর্তমান সমস্যা ও বাসন্তী ব্লকের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে ২৬.০৯.২০২৬ বাসন্তী ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ (বিএমওএইচ)-কে ১৬ দফা দাবী সম্মিলিত স্মারকলিপি দিলেন প্রত্রেসিড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই)।

বাসন্তী ব্লক সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ওষুধ বিক্রয় এবং চেষ্টার প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা ও ব্যবহার নিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সতর্কতা ও বিভিন্ন নির্দেশনার কারণে বাসন্তী ব্লকের গ্রামীণ চিকিৎসকদের মধ্যে ভয়, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও গুরুতর রোগীকে যথাসময়ে রেফার করার



ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের ভয় ও অনিশ্চয়তা দূর করে আইনসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা। চেষ্টারো ওষুধ রাখা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে লিখিত নির্দেশিকা প্রদান। কাজের পরিধি, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ। গুরুতর ও ঝুঁকিপূর্ণ রোগী দ্রুত চিহ্নিত করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য কার্যকর রেফারেল

জলযন্ত্রণা মেটাতে স্থায়ী ড্রেনেজ পরিকাঠামো

নিজস্ব প্রতিনিধি, **হাওড়া** :
বর্ষার জল নাযাতে আপাতত পাষ্প, জেট সাকশন মেশিন ও ফায়ার ব্রিগেডের সাহায্য নিতে হচ্ছে হাওড়া পুরসভাকে। তবে এই ‘জল নামানোর’ ব্যবস্থা সাময়িক বলেই জানালেন রাজ্যের পুর ও



নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। ২৪ সেপ্টেম্বর হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে তিনি বলেন, হাওড়ার জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানে ৪,৭০২ কোটি টাকার মাস্টার প্লান নেওয়া হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকারের যৌথ অর্থায়নে এই

বন্দে ভারতে উদ্ধার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, **হাওড়া** :
পুরী-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সাঁতরাগাছি ওয়াশিং লাইনে সাফাই চলাকালীন চারটি পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল ৪২ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা। ২৪ সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর পর ট্রেনটি সাঁতরাগাছি ওয়াশিং লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সাফাইকর্মীরা ব্যাগগুলি দেখতে পেয়ে খবর দেন শালিয়ার জিআরপিকে। জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাঁজা উদ্ধার করে। আদালতের নির্দেশে তা কোর্ট মালখানায় রাখা হয়েছে। এই ঘটনায়



এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। গাঁজার মালিকানা ও পাচারের সঙ্গে যুক্তদের খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ ও জিআরপি।

ভেলায় ভেসে জীবন



সুভাষ চন্দ্র দাশ, **ক্যানিং** :
দিনরাত কিংবা যতই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক না কেন বছরে বারোমাসের মধ্যে প্রায় ৮ মাস ভেলার উপর ভরসা করতেই হয়। অগত্যা এমন ভাবেই কয়েক যুগ ধরে চলছে ক্যানিংয়ের একটি পরিবারের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের শরৎপল্লি এলাকায় দীর্ঘ কয়েক যুগ

ধরে বসবাস করছেন মণ্ডল পরিবার।

যাতায়াতের রাস্তা থাকলেও তা প্রায় সব সময় জলে ডুবে থাকে। অগত্যা যাতায়াতের চরম সমস্যা। রাতে কিংবা দিনে বাঁশের তৈরি ভেলায় কবে যাতায়াত করতে হয়। অর্থাৎ ভেলা একমাত্র ভরসা। অথচ ক্যানিং শহর অর্থাৎ ক্যানিং রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ৫০০ মি দূরত্ব এই শরৎপল্লী।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় রমা মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘জলের মধ্যে দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে ভেলায় চড়ে যাতায়াত করতে হয়। মাটি ফেলে রাস্তা করার উদ্যোগ নিলেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে কোন প্রকার ঝামেলা ছাড়াই ভেলায় ভেসে যাতায়াত করতে হচ্ছে। কবে সমস্যার সমাধান হয় সেই অপেক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে রয়েছে।’

বেআইনি গোডাউন থেকে উদ্ধার সিলিন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি :
হাওড়ার পাঁচলা থানার অন্তর্গত চড়াপাঁচলায় বেআইনিভাবে এলপিজি গ্যাস ভরার অভিযোগে একটি গোডাউনে হানা দিয়ে ৯০টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই গোডাউনে অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার হওয়া সিলিন্ডারের মধ্যে ২২টি বড় এবং ৬৮টি ছোট সিলিন্ডার রয়েছে। ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বেআইনিভাবে গ্যাস ভরার এই কারবারের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

হাবরা–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গায়ত্রী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, **উত্তর ২৪ পরগনা**:
হাবরা–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন গায়ত্রী ঘোষ। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে হাবরা–১ পঞ্চায়েত সমিতির তৎকালীন সভাপতি নেহাল আলি ব্লক অফিসে আসছিলেন না। দীর্ঘ



৪ মাস ধরে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল পঞ্চায়েত সমিতিতে। এই কারণে প্রাক্তন সভাপতি নেহাল আলির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসেন পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। ২৬ সেপ্টেম্বর ২১ জন সদস্যদের মধ্যে ১৭ জনের উপস্থিতিতে ভোটভূতিতে সভাপতি নির্বাচিত হলেন গায়ত্রী ঘোষ। এই ভোটভূতিতে পারিবারিক এবং অনিবার্য কারণে উপস্থিত ছিলেন না নেহাল আলি, কল্যাণ দত্ত, সভাবর্তী ওরাং এবং অশোক মণ্ডল। উপস্থিত ১৭ জনের প্রত্যেকেই গায়ত্রী দেবীর পক্ষে ভোট দেন।

জীবিত বৃদ্ধা গান্ধীবাবা নাইয়া মৃতের তালিকায়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, **গঙ্গাসাগর** :
গান্ধীবাবা নাইয়া নামে এক ৮০ বছরের বৃদ্ধার করুণ আকৃতি তিনি জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাম সরকারি নথিতে ‘মৃত’ বাক্সদের তালিকায় রয়েছে কেন এবং তিনি বার্ষকা ভাতা থেকে বঞ্চিত। অভিযোগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল



গান্ধীবাবা নাইয়া ও তাঁর ছেলে বিডিও অফিসে গেলে তাঁরা এই তথ্য জানতে পারেন বলে পরিবারের দাবি। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, জীবিত একজন মানুষের নাম কীভাবে মৃতের তালিকায় উঠল? এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত উক্তিটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ‘কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিলেন, তিনি মরে

ছড়িয়েছে। ৮ থেকে ১০ বছর ধরে ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অনেকেই বার্ষকা ভাতা পাচ্ছেন না। তাঁদের পরিবারের দাবি, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে ভৃগমূলের স্থানীয় নেতাদের সুপারিশেই ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

শুধু গান্ধীবাবা নাইয়া নন, এলাকার আরও একাধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একইভাবে দীর্ঘদিন ধরে বার্ষকা ভাতা বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা একাধিকবার বিডিও অফিসে গিয়েছেন। কিন্তু এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা প্রশাসনিক তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে।

নাই’— সেইভাবে কি আমাকেও প্রমাণ করতে হবে? জীবিত বৃদ্ধার নাম মৃতের তালিকায়!



শুধু গান্ধীবাবা নাইয়া নন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা বিধানসভার আদ্য গঙ্গাধরপুরের ৭ নম্বর বুথে একাধিক জীবিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বার্ষকা ভাতা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার অভিযোগ থিরে চাঞ্চল্য

ছড়িয়েছে। ৮ থেকে ১০ বছর ধরে ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অনেকেই বার্ষকা ভাতা পাচ্ছেন না। তাঁদের পরিবারের দাবি, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে ভৃগমূলের স্থানীয় নেতাদের সুপারিশেই ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

শুধু গান্ধীবাবা নাইয়া নন, এলাকার আরও একাধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একইভাবে দীর্ঘদিন ধরে বার্ষকা ভাতা বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা একাধিকবার বিডিও অফিসে গিয়েছেন। কিন্তু এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা প্রশাসনিক তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে।

উন্নয়নের মাঝেও মাটির রাস্তা

রবীন দাস, **কাকদ্বীপ** :
রূপকথার গল্পে সুমোরানি-দুমোরানির মতোই যেন উন্নয়নের সংসারে বঞ্চিত ‘দুমোরানি’ হয়ে পড়ে রয়েছে একটি মাটির রাস্তা। স্থানীয় বাসিন্দাদেরঅভিযোগ, চারপাশে একের পর এক রাস্তা পাকা হলেও এখনও মাটির পথেই যাতায়াত করতে হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রামের বারিকপাড়ার বাসিন্দাদের। প্রায় ৪০০ মিটার দীর্ঘ এই রাস্তা বর্ষা এলেই কার্যত দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জ্যোৎস্না বারিক এবং মধুমিতা বেরাও বলেন, ‘বছরের পর বছর ধরে রাস্তা পাকা করার দাবি জানানো সত্ত্বেও পঞ্চায়েত থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আশপাশের প্রায় সমস্ত রাস্তা পাকা হয়ে গেলেও



আমাদের রাস্তা এখনও মাটির। বর্ষাকালে এক হাঁটু জল জমে যায় এবং কাদা থাকার ফলে যাতায়াত ব্যস্তা বাহ্যত হয়। রোগী নিয়ে যেতে কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদেরও স্কুলে যেতে সমস্যা হয়। দ্রুত রাস্তা পাকা করার দাবি জানাচ্ছি।’

রাস্তা পাকা করার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপি মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সাগর মণ্ডল –৫– এর সাধারণ সম্পাদক স্বপন মাইতি। তাঁর দাবি, ‘এই মাটির রাস্তার বিষয়ে বিধায়ককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। কাজের অনুমোদন হয়ে গিয়েছে। বর্ষা কমলে প্রথমে ইঁটের রাস্তা এবং পরে পাকা রাস্তা করা হবে।’

এখন প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা কার্যকরী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে বারিকপাড়ার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনের মাটির পথ পেরিয়ে কবে তাঁদের দুয়ারে পৌঁছবে উন্নয়নের পাকা রাস্তা, সেই অপেক্ষাতেই তাঁরা।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, **পাথরপ্রতিমা** :
পাথরপ্রতিমায় নির্বাচিতা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব। ২৪সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার দ্বারিকনগরে প্রায় ৩০ জনের কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল পৌঁছায়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাংগঠনিক দুইয়ের সভাপতি তপন মণ্ডল, জেলা সহ সভাপতি ভূপাল চন্দ্র দাস, জেলা কর্মটির সাধারণ সম্পাদক শুকদেব বেরা, কার্যকরী সভাপতি নাসিরউদ্দিন আহমেদ সহ জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্বরা।

এদিন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা পাথরপ্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৃগমূল সদন্য্যা তথা শিল্প ও পরিকাঠামো সম্বালিকার বাড়িতে যান। সেখানে তাঁরা ওই দিনের ঘটনার বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চান। তবে ঘটনার কথা উঠতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ওই পঞ্চায়েত সদস্য।। কংগ্রেস নেতৃত্বের সামনে কালার্য ভেঙে পড়েন তিনি।

নির্বাচিতা পঞ্চায়েত সদস্যার অভিযোগ, ‘ঈশ্বরের নামে স্লোগান দিয়ে বিজেপির কর্মী–সমর্থকেরা সেদিন আমার শাড়ি খুলে নিয়েছিল। অথচ আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।’ পাশাপাশি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাঁর পাশে



থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

ঘটনা নিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাংগঠনিক দুইয়ের সভাপতি তপন মণ্ডল বলেন, ‘সেদিন যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের দাবি দেওয়া হবে।’

প্রসঙ্গত, প্রায় এক সপ্তাহ আগে পাথরপ্রতিমায় তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রকাশ্য দিবালোকে বিবৃত করে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার বিস্তারিত নিয়ে নিয়োছি। অথচ আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।’ পাশাপাশি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাঁর পাশে চাপানউতোর।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাস্তব করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

খেলার মাঠ নিয়ে মামলা: স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশী হামলা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি মগরাহাট থানাধীন মাইতির হাট স্কুলের মাঠ ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন ও ঐ জায়গায় কুড়ে ঘর তৈরী করা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় মগরাহাট ২নং বি, ডি, ও এবং জে, এল, আর ও’র সঙ্গে যে বিরোধ দেখা দেয়–তা অবশেষে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে।

স্থানীয় অভিযোগে প্রকাশ স্কুল পরিচালক কমিটির সম্পাদক ও কতিপয় শিক্ষক খেলার মাঠ রক্ষাকল্পে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়ে বি, ডি, ও এবং জে, এল, আর ও’র বিরুদ্ধে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কুড়ে ঘর তৈরী করা থেকে বিরত থাকবার জন্য এক রুল পান। এই সংবাদের পরই বিডিও শ্রী বি, এন, ধর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ঠিকাদারের সাহায্যে স্কুলের সম্পাদক ও কতিপয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঘর ভাঙ্গা, টাকা ছিনতাই প্রভৃতি অপবাদ দিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরই ভিত্তিতে পুলিশ স্কুলের সম্পাদক সহ বেশ কিছু ব্যক্তিকে নানাভাবে হয়রানি করতে শুরু করেছে এদিকে ঠিকাদার আদালতের আদেশ অমান্য করে একের পর এক ঘর তৈরী করে চলেছে।

ঘিষাটি বিচারারান্নি, তাই এ সম্পর্কে মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও একটা বলতে পারি মামলা করার অপরাধে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জব্দ করার যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। আর একটি প্রশ্ন স্থানীয় অধিবাসীদের কাজ থেকে উঠেছে যেখানে পরিষ্কার নির্দেশ আছে বি, ডি, ও’র তদ্বাবধানে ভূমিহীনরাই কুড়ে ঘর নির্মাণ করবে। সেখানে ঠিকাদার কি করে ঘর তৈরী করে?

১০ম বর্ষ, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, শনিবার, ৪২ সংখ্যা

সবজির অগ্নি মূল্যে নাজেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি :
টানা বৃষ্টির জেরে সারা রাজ্যেই সবজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অধিকাংশ জায়গাতেই বাগানে জল ঢুকে গিয়ে সবজির গোড়া পচে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। যে কারণে বাজারে সবজির মূল্য দিন দিন আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। যার জেরে সাধারণ মানুষ নাজেহাল। কাঁচা লক্ষা ১৫০ টাকা কিলো, পটল ৬০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, বিড়ে ৬০ টাকা, করলা ৬০ টাকা, টমেটো ৫০ টাকা, গাজর ৮০ টাকা, বরবটি বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজি দরে, টেঁড়স ৬০ টাকা, কুমড়া ৪০ টাকা, বাঁধাকপি ৫০ টাকা, চিচিঙ্গা ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছে। পিয়াজ ৬০ টাকা কেজি এবং টাটকা ১২ টাকা ও চন্দ্রমুখী আলু ২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। নেপাল ভৌমিক নামে এক কৃষিজীবী মানুষ জানালেন, এই সময় সাধারণত টেঁড়স, বরবটি, বিঙের মূল্য অনেক কম থাকে। কিন্তু এবারে অতিবৃষ্টির জেরে সকলেরই ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। উঁচু জমিতে যাদের ফসল ছিল সেখান থেকেই বাজারে সবজি মূলত আসছে। বাজারের বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে করে সবজির মূল্য আগামী দু’তিন মাস কয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি কেটে যাবার পর শীতকালীন সবজির জন্য আরও একটু সময় অপেক্ষা করতে হবে। শীতকালীন সবজির উৎপাদন শুরু হলে নতুন করে তবেই সবজির দাম কমবে। তাছাড়া গত চার মাসে সার, খোল, কীটনাশকের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তারজন্যও সবজির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের অবশ্যই দৃষ্টিপাত করা উচিত।

৩ মাওবাদী নেতার আত্মসমর্পন

সূকান্ত কর্মকার, **বাঁকুড়া** :
দীর্ঘ সশস্ত্র আন্দোলন ও আত্মগোপন করে থাকার পর, কিছুটা লক্ষ্য পূরণ এবং বয়সের কারণে, ৩ মাওবাদী নেত্রীর ভার সঙ্গে সরকারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি। এই সবে মিলে ৩ কৃষাতা মাওবাদী শীর্ষ নেতা–নেত্রী বাঁকুড়া পুলিশকে কাছে আত্মসমর্পণ করলে।

২৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে রাজ্য পুলিশের এডিজি (পশ্চিমাঞ্চল)–র কাজে আত্মসমর্পণ করলে। এই ৩ জন। ছিলেন ডিআইজি (বাঁকুড়া রেঞ্জ) অভিষেক মোদী, পুলিশ সুপার পিভিজি সতীশ পাশুআণী সহ একাধিক পুলিশ কর্তা। এডিজি (পশ্চিমাঞ্চল) আনন্দ কুমার বলেন, পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হলে জবা ওরফে বুলু, নয়নতারা সাহ্ ওরফে বুমা ও রামপ্রসাদ মান্ডি ওরফে



শচীন আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি বলেন, এরা বিগত ২০ বছর ধরে সক্রিয় ছিল। গত ১০ বছর পশ্চিম বাংলায় অপারেশনের কাজ করছিল। প্রসঙ্গত, জবা ও নয়নতারা ছিলেন মাওবাদী সংগঠনের জোনাল কমিটির সদস্য এবং রামপ্রসাদ ছিলেন বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার আঞ্চলিক কমিটির সদস্য। জেলা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পাশাপাশি পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিঙ্গুম জেলার কোলহান অঞ্চলেও এই ৩ জন সক্রিয় ছিলেন। এদিন মাওবাদীরা দু’টি ইনসাস, একটি একে–৪৭, ১০টি আত্মসমর্পণ।

সশস্ত্র আন্দোলনের পথ ছেড়ে সরকারের উন্নয়নে সামিল হতেই আত্মসমর্পণ করলেন। এই পথ কেন বেছে নিয়েছিলেন তার উত্তরে তিনি

দেখেছি, তখন ভেবেছিলাম তা দূর করতে পারে একমাত্র সিপিআই (মাওবাদী) পার্টি। সিপিএম সরকার

উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই নতুন সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ আমাদের ভালো

কিরে আসা জন্য আমাদের এই আত্মসমর্পণ।

উত্তীষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর – ০২ অক্টোবর, ২০২৬

মুক্তি সংগ্রামের সত্য

শিক্ষার্থীরা জানুক

এখন পরিবর্তনের সরকার পশ্চিমবঙ্গে। জাতীয়তাবাদের ভাবনা-চিন্তা নিয়েই তাদের দলীয় যাত্রা। নানা প্রতিকূলতা, রাজনৈতিক সংগ্রাম তাদের দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের মর্যাদা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আকাশচুম্বি প্রত্যাশাকে পূরণ করতে সরকারের অনেক পরিকল্পনা ও ভাবনা-চিন্তা নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার অবকাশ আছে। দেশাত্মবোধের শিকড় সন্ধানে শিক্ষা দফতরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অতীতে পাঠ্যপুস্তকে নানা দলীয় অনুশাসন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইতিহাসের মোড়কে স্থান পেয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পাঠ্য বইতে সঠিক ইতিহাস জায়গা পাবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি বাংলার নানা ভুলিয়ে দেওয়া সত্যকে পাঠ্যপুস্তকে তুলে আনা হবে। নতুন সিলেবাস কমিটি কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। আশা করা যায় তারা সার্বিকভাবে পাঠ্যবই এর মূল্যায়ন করবে। সময়ের দরপক্ষে ইতিহাসের বিচার বিবেচনা হয়ে থাকে। সেজন্য অন্ততঃ দু’তিন দশককে প্রয়োজন হয়। দুঃর্ভাগ্যবশতঃ বিগত পরিবর্তনে নন্দীগ্রাম-সিন্ধুর আন্দোলনকে অতি দ্রুত এবং অযথা গুরুত্ব অরোপ করা হয়েছিল। বিশেষ করে সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তির পরিচয় যা পাঠ্যে ছিল পরবর্তীতে জনমানসে অত্যন্ত নিন্দার হয়ে উঠেছিল। দেখা গিয়েছিল তৎকালীন শাসক দলকে খুশী করতে ও আনুগত্য প্রকাশের তাড়নায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে মাধ্যমিকের পাঠ্যে প্রায় ছেঁটে ফেলে সিন্ধুর আন্দোলনকে বড় করে দেখানো হয়। এমনকী নেতাজির গৃহত্যাগের মহানীক্রমণ পর্বটিকে জনৈক দলীয় সাংসদের সঙ্গে জুড়ে অষ্টম শ্রেণীর ইংরাজ বইতে ছাপা হয়েছে যা গবেষণার আলোকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত। বিদ্যালয় স্তরে নানা স্বজনপোষণমূলক কবিতা, গল্প ইত্যাদি জায়গা করে নিয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতোকত্তর স্তরে সাংবাদিকতার ইতিহাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান সিলেবাসে ছিল। বিগত পরিবর্তনের জোয়ারে শুধু নেতাজি নয়, রবীন্দ্রনাথ, নরজল হুসেইনও সাংবাদিক সত্ত্বাকে বাদ দিয়ে বরণ সেনগুপ্ত, এ. রাম প্রমুখের নাম ঢেকানো হয়েছে স্নাতকস্তরের সাংবাদিকতার পাঠ্যে। স্বয়ং বরণ সেনগুপ্ত বেঁচে থাকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস কমিটির সেদিনের স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করতেন না। তিনি নিজে অত্যন্ত নেতাজিভক্ত মানুষ ছিলেন। বিদ্যালয় কিংবা মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে জাতিায়নওয়ালাবাগ-এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ানো হলেও এই বাংলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জের সাহেব বাগানে। ১৯৪৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাদের এক অস্থায়ী সেনা ব্যারাকে রাখা হয়েছিল। নেতাজির নামে জয়ধ্বনি দেবার ‘অপরাজে’ এবং বিচারপদ্ধতি এড়িয়ে যাবার জন্য মধ্য রাতে গুলি করে দেড় হাজারের ওপর আজাদি সেনাকে হত্যা করা হয়। তোরের আলো কোটার আগেই মিলিটারী ট্রাকে চাপিয়ে গঙ্গায় এবং নিকটবর্তী লাগবাবতী নদী বা নোয়াই খালে দেহগুলি ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অনেক দেহকে মাটি পুঁতে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে নীলগঞ্জ হত্যাকাণ্ড নিভুতে রয়ে গেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সব সত্য উন্মুক্ত হোক শিক্ষার্থীদের কাছে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

তৃতীয় অনীক হল মানবানীক বা নরানীক। এই সৃষ্টি মনুষ্যবহুল, এবং এক একজন মানুষ যেমন গুণ সঞ্চয় করে, সেই অনুযায়ী সে বন্ধন কিংবা মুক্তি লাভ করে। তাদের পক্ষে সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি প্রয়োজন। হে রাম! এইভাবে উপাসনা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ইষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম বিধৃত ও বর্ধিত হয়ে নরানীক সৃষ্টি ব্রহ্মেই সত্যাবান হয়েছে।

বশিষ্ঠ বললেন, এই জীব সকল ব্রহ্ম হতে উথিত হয়ে সংসারে প্রবেশ করছে এবং অন্য মনোমায় সত্তাসকল ঈশ্বরের সন্তানরূপে আকাশে বিচরণ করে। সমুদ্রে জলতরঙ্গ উত্থাল হয়ে আবার জলেই বিলীন হয়, তেমনই অসম্ভ্য জীব ব্রহ্ম হতে উথিত হয়ে বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আবার কিছু ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্ম হতে উথিত জীবেরা প্রথমে আকাশে প্রবেশ করে, পরে বায়ুর সঙ্গ করে। তারপর তেজ, জল ও ক্ষিতি উদ্ভূত হলে তারা শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ এই ভ্রমাত্মার সাথে লিঙ্গদেহ লাভ হয়। তারপর পঞ্চ ভ্রমাত্রা ও পঞ্চ ভূত একত্র হলে লিঙ্গদেহ খাদ্য-অন্নের মাধ্যমে স্থূল শরীরে প্রবেশ করে শুক্রে পরিণত হয়ে প্রাণী বিস্তার করে। সেই অবস্থায় তাদের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অব্যক্ত ও অবচেতিত থাকে। দেবানীকের জীবগণ ধূমপথে অর্থাৎ তৃণ, ওষধি, বৃক্ষাদিতে প্রবেশ করলে গাভীর খাদ্য মাধ্যমে দুধ-ঘি-দধিতে পরিণত হয়। সেই গব্য যজ্ঞায়ির সাথে আছতি হয়ে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। সূর্য্যরশ্মি-চন্দ্রালোক মাধ্যমে উত্তম কাননের মধুর ফল উৎপাদিত হলে কশ্যপ প্রভৃতি প্রজাপতি-ঋষিগণের খাদ্য মাধ্যমে শোণিত ও দেবগর্ভে জাত হয়। হে রাম! ব্রহ্মা কল্পিত যে প্রথম অনীকের অন্তর্গত পুরুষেরা রাজস-সাত্বিক গুণ বিশিষ্ট হন, তাঁরা শ্রবণ-মননাদি অনুশীলন করে আত্মাত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা সত্যজ্ঞান করায়ত্ত করেন, তাই তাঁদের পুনর্জন্ম ভোগ করতে হয় না। এমন পুরুষ জগতে নিতান্তই দুর্লভ। এই যে আমি বশিষ্ঠ, আমি হলাম রাজস-সাত্বিক জাতক। সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েও প্রারম্ভের কারণে সমাধির অন্তরায় কর্ম-বা বৃত্তিতে আমি রাজ পুরোহিত হয়েছি।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেঙ্গবুক বার্তা

A historic tradition returns to Srinagar

Kashmiri Pandits have revived the historic tradition of Ganpati Visarjan in Srinagar, bringing a long-standing religious and cultural practice back to the city

প্রণব গুহ

বাংলায় দুর্গা পূজোর আগমন মূলত রাজা, মহারাজা, জমিদার ইত্যাদি প্রভৃতি ভূস্বামীদের হাত ধরে হয়। ব্রিটিশদের ভাষায় যারা বেঙ্গলি এলিট ক্লাস। কারণ এক শারদ পক্ষকালের এই মহাপূজোর আচার বিধি পালনে খরচের যা বহর তা সাধারণ খেটে খাওয়া বাঙালি বা সেকালের নেটিভদের নাগালের বাইরে ছিল। কিন্তু ঈশ্বর কি দীর্ঘকাল ধরে কোনো নির্দিষ্ট ক্লাসের একার সম্পত্তি হয়ে থাকতে পারেনা। না, তাই সময়ের হাত ধরে ধনীরা দুর্গাদালান ছেড়ে একদিন তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন বারোয়ারির উঠানে, আটচালায়। পরে নিজেকে আরও জনমুখী করে আটচালার চৌহোদি ছেড়ে এসে সার্বজনীন মণ্ডপে মা ছিলেন ধনীরা, হলেন জনার্দন। অর্থাৎ সকলের প্রার্থনায় মা এসে দাঁড়ালেন জনতার মাঝে। যেখানে জনগণ সেখানেই সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতির শুরু। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা, নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ নমঃ।

বাঙালি দুর্গাতিশানীর এই বিচার শক্তি, ঐর্ষ্য শক্তি, সহ্য শক্তি, খেটে খাওয়ার শক্তিকে পাথয়ে করে কাটিয়ে দিল শত শত বছর। অবশ্য বাঙালির এই শক্তি বুধা যায় নি, বিশ্ব একে স্বীকার করে নিয়েছে কলকাতার দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা দিয়ে।

ভারতের ধার্মিক ভূমিতে বাঙালি জাতির দুর্গাপূজাকে ঘিরে এতবড় সাফল্য, অর্থনীতির এতবড় লেনদেন, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের এতবড় সুযোগকে কি রাজনীতি উপেক্ষা করতে পারে! পারেনা বলেই যে রাজনীতি মায়ের মণ্ডপকে প্রচারের হাতিয়ার করতে চায় তারা তো জোটেই, যে রাজনীতি ধর্মকে নেশার বস্ত্র মনে করে তারাও জুটে যায় দুটো পয়সা, চারটে মগজের আশায়। আরে বাবা মা তো, তাঁর কাছে আবার আন্তিক-নাস্তিকে ভেদ আছে নাকি! তাঁর চরণে সবার ঠাই। শাসকের ক্ষমতার শক্তি আর বিরোধী শক্তি মায়ের কাছে দুটোই জনকল্যাণের জন্য নিবেদিত। তাই গণসেবতার মণ্ডপে এসে কেউ ঘটা করে ফিতে কাটে, কেউ আবার মগজ খোলাইয়ের ব্যবসা করে।

তু তু মায় মায় করে এভাবেই বাঙালির পূজা চলছিল এতদিন। ২০২৬-এ এসে সেই চেনা রাজনীতিটা ওলোটাপালট হয়ে গেছে। বিরোধী

১৮ টি কুণ্ডে বিশ্বশান্তি মহাযজ্ঞ ও

নৌকা বাইচে মেতে উঠল কানমারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছরের মতো এ বছরও শ্রীশ্রী মনসা পূজোর বিসর্জন উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা হল কানমারীতে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং কানমারী মৎস্য বাজার কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে স্থানীয়



মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য পূজাপাদ স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিমুক্তানন্দজী মহারাজ-সহ সংঘের বহু বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির। তাঁদের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট স্থান থেকে শুরু হয়

ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই মেলা প্রায় ৭০ বছর অতিক্রম করেছে। সময়ের সঙ্গে নানা পরিবর্তন এলেও মনসা পূজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের আবেগ এখনও অটুট।

এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কানমারী গ্রামীণ সেবাকেন্দ্রও। এলাকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের

সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে দীর্ঘদিন ধরেই সংঘের পক্ষ থেকে মেলার পাশে থেকে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে আসছে। এছারাও কানমারীতে ১৮ টি



নৌকা বাইচকে ঘিরে শুধু প্রতিযোগীদের মধ্যেই নয়, দর্শকদের মধ্যেও ছিল ব্যাপক উৎসাহ। এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় সামগ্রিক সহযোগিতা করে আসছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের পরম ভক্ত

কুণ্ডে বিশ্বশান্তির আহ্বানে মহাযজ্ঞ করেন ১৮ জন সন্ন্যাসী। এর তাৎপর্য হল গীতার ১৮ অধ্যায়, মহাভারতের ১৮ পর্ব এবং ১৮ টি মহাপুরান। ১৮ সংখ্যার মধ্যেই আছে জ্ঞান, ধর্ম, সত্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা প্রতীক।

আলোকপাত

বিরোধী রূপেণ সংস্থিতা

পরিসরটাই কেমন খেঁটেঘুটে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যে ৮৫টা সিট বিরোধীদের দিয়েছিল পূজো আসার আগেই তা খন্ড বিখন্ড হয়ে গণতন্ত্রের কাঠামোটাকেই দুর্বল করে তুলেছে। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল যে ২ কোটির উপর ভোট পেলে, ৮০ টা সিটের দখল নিল সেও অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। বাকি ৫টা তো ভেঙ্গে আছে টিডি চ্যানেলগুলোর প্যানেলে।

এ রাজ্যে গত ৮০ বছর ধরে রাজত্ব করেছে তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া গত বিধানসভা ভোটে ২৫ বছর বঙ্গ শাসন করা কংগ্রেস পেয়েছে ২.৯৯ শতাংশ এবং ৬৪ বছর বাংলার মসনদে থাকা বামফ্রন্ট পেয়েছে ৪.৪৫ শতাংশ ভোট। ১৫ বছরের তৃণমূল পেয়েছে ৪০.৬৮ শতাংশ ভোট।



অর্থাৎ বিরোধীরা সবাই মিলে প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোটের অধিকারী। তবু তাদের আন্দোলনের ময়নামে দেখা মিলছে না। বরং সকলের মধ্যেই অনৈক্যের সূর। খোদ বামফ্রন্টে কতৃৃত্ব নিয়ে ঠান্ডা লড়াই চলছে। কংগ্রেসে তো ভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন সূর। আর যে দলটা প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট পেলে সে দলের একা, নাম, প্রতীক সব হারিয়ে নিঃশব্দ। ভাগ্যিস সামনে দুই কেন্দ্রে পূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে তাই তাদের প্রার্থী দেওয়া নিয়ে কিছুটা চর্চা হচ্ছে, তা না হলে এদের যা ট্র্যাক রেকর্ড তাতে অতীত কলঙ্ক মুছে উঠে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব।

ফলে পশ্চিমবঙ্গে এখন একটা বিরোধী শূন্য অবস্থা যেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিপদে। এই অবস্থার ফাঁকে ক্ষমতার অলিদ গলে একনায়কতন্ত্রের ভাইরাস যদি একবার ঢুকে পড়ে তাহলে তা সামলানো মুশকিল। অবস্থা এমনই যে শাসক দলকেই বিরোধী বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। শাসকের চেয়ারে বসা রাজ্য বিজেপির বর্তমান বিচক্ষণ রাজ্য সভাপতি এটা খুব ভালো করে বোঝেন বলে এমন বিরোধীশূন্য দশা ভালো নয় বলে মন্তব্য করেছেন, বার্তা দিয়েছেন সরকারকে।

রাজনীতির এই জটিল আবর্ত থেকে বেরোতে বাঙালির এখন একমাত্র ভরসা দুর্গতিনাশিনী অসুরদলনা মা দুর্গা। তাঁর কাছে

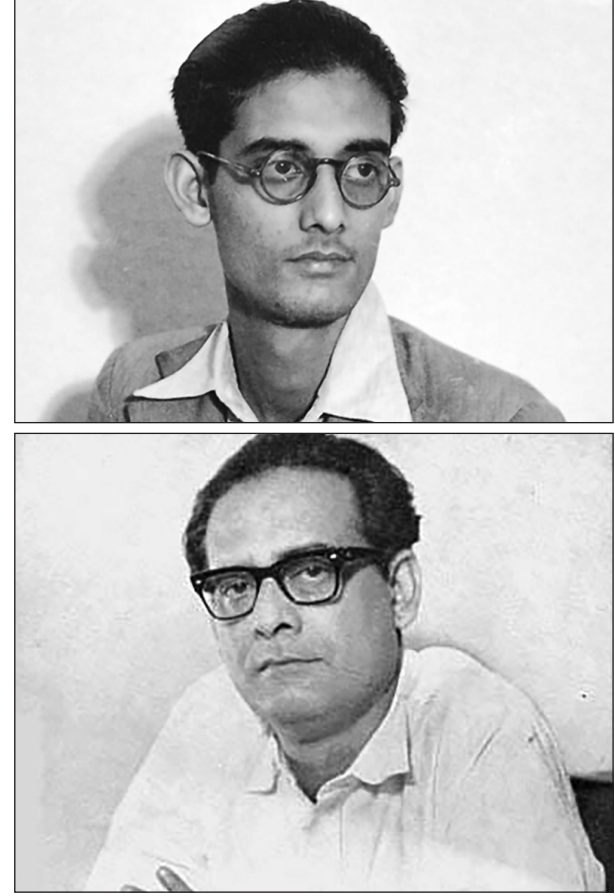
আমার গানের

স্বরলিপি

বিধান সাহা

আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে — সমসাময়িক যুগ অতিক্রম করে আগামী পৃথিবীর শ্রোতৃ হৃদয়ের কাছে পৌঁছানোর বাসনা ব্রূরে পড়েছে শিল্পীর গানে। শিল্পীর প্রত্যাশা বিফলে যায় নি। শারীরিকভাবে শিল্পী গত হয়েছেন বেশ কয়েক দশক হয়ে গেল। তবু বাঙালি শ্রোতার কণ্ঠশিল্পীর তালিকায় অন্যতম প্রিয় নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কালিদাসের ‘মেঘদূত’ –এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটির কথা। ১৬২৭ বঙ্গাব্দের পয়লা আষাঢ় কাশীতে জন্মেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন নি হেমন্ত। স্বভাবত কণ্ঠই তাঁকে এনে দিয়েছিল সঙ্গীতের দরবারে। সহপাঠী পরবর্তীকালের



সুপরিচিত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহেই বেতার তথা আকাশবাণীতে সঙ্গীত পরিবেশন। সুরকার ও সংগীত শিক্ষক শৈলেশ দত্তগুপ্তের সান্নিধ্য লাভ এবং প্রথম আধুনিক গানের রেকর্ড প্রকাশ। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি, দেশ পত্রিকাতে গল্প প্রকাশ। কিন্তু সঙ্গীতের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ পড়াশোনা ও সাহিত্য রচনাতে ইতি টেনে দিল।

শুরু হলো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত জীবন। অনেক ধৈর্য্য, অনেক লড়াই একে একে খুলে দিল সাফল্যের দ্বার। বাংলা ছায়াছবির জগতে প্রথম কণ্ঠদান ‘নিমাই সন্ন্যাসী’ ছবিতে। নিজে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেন পূর্ববরাণ ছবিতে। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। শাপমোচন ছবি থেকে শুরু হলো উত্তমকুমারের সঙ্গীত জীবন। অনেক মেলন্ধানে। তিনশোর উপরে বাংলা ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা ছাড়াও নিজের কণ্ঠে গাইলেন অসংখ্য অবিস্মরণীয় অত্যন্ত প্রিয় গান।

বাংলা সঙ্গীত জগতের সীমা

সহায়ক হয়ে উঠেছে। বাংলা আধুনিক গানের জগতেও অসংখ্য গানের অধিকারী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কখনো নিজের সুরে অথবা অন্যদের সুরে শ্রোতাদের মন প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের মানুষ না হয়েও রবীন্দ্র সঙ্গীতের এক অনন্য শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জনগণের দরবারে এনেছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ কুমার মল্লিক। অনুসারী পথে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে আপামর বাঙালির মনে পৌঁছে দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র গীতিনাট্যের রেকর্ড হেমন্তের কণ্ঠ ছাড়া ভাবাই যায় না।

অর্ধ শতাব্দী ধরে বাঙালি শ্রোতার হৃদয় অধিকার করে রেখেছিলেন হেমন্ত। চিরদিন ধৃতি ও হাতা গোটানো সাদা শার্ট পরিহিত বাঙালি হেমন্তকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হলেও মানুষের ভালোবাসার পুরস্কারকেই সবচেয়ে বড় পাওনা বলে মনে করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শরভের আগমনে হেমন্ত বিদায় নিলেও তাঁর গান বাঙালির হৃদয়ে আজও বেজে চলেছে।

হামলার পর সৌদির পাশে তুরস্ক–পাকিস্তান



অন্যদিকে, হুথিদের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার মার্কিন একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান বলেন, হুথিরা নিজেদের কর্মকাণ্ডের

জন্য নিজেরাই দায়ী। তবে হুথিদের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের মাত্রা নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিতর্ক রয়েছে। ইয়েমেনে সরকারি, হারানি ও আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে, ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূল ধরে হুথিদের সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে

ইরানের ইসলামিক রেভলিউনারি গার্ড কর্পসের সরাসরি নির্দেশনা ছিল। হুথিদের হামলার প্রভাব শুধু সৌদি আরবেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। লোহিত সাগরের মুখে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ায় উপসাগরীয় দেশগুলির তেল রফতানি নিয়েও

উদ্বেগ বাড়ছে। এদিকে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ আপাতত কিছুটা কমলেও কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি জানিয়েছেন, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আমেরিকার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে তেহরান। সেই প্রস্তাবে ইরানের শর্ত পূরণ হলে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের এই নতুন পর্যায়ে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে হুথিদের হামলা, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য সামরিক সহায়তা এবং ইরানের অবস্থান—সব মিলিয়ে আঞ্চলিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে লোহিত সাগর ও হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগও বাড়ছে।

পরিবেশ বান্ধব পর্যটন প্রশিক্ষণ



নিজস্ব প্রতিিনিধি,**বাসন্তী** : ইআইএসি পি–বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের বনবিভাগ পরিবেশ মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন মাধ্যমে টেকসই জীবিকা সম্পর্কে তিন দিনের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। অংশগ্রহণ করেছিলেন সুন্দরবনের বাসন্তীর জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ স্ট্রেন্ডে ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বৈজ্ঞানিক ডঃ কে কার্তিকেয়ন, ডঃ জে জয়ন্তী, ডঃ জীবন সিং জালাল, বর্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মির আব্দুল সফিক, ডঃ দেবলীনা দেবনাথ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ নীরা সেন সরকার, পশ্চিমবঙ্গ

তরুণদের উদ্যোগে ‘নুমায়িশ’

সোমনাথ পাল : একদল তরুণ–তরুণীরা উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত হল দু’দিনের হাভের কাজের সামগ্রীর বিশেষ প্রদর্শনী ‘নুমায়িশ ২০২৬’। গ্যালারি শোভে আয়োজিত এই প্রদর্শনারি এবারের ভাবনা ছিল ‘টুগোদার টুওয়ার্ডস টুমোরো’—একসঙ্গে



আগামী দিনের পথে। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে প্রায় ১২ বছর আগে পথচলা শুরু করে ‘কাটজুনগর হেল্পিং হ্যান্ড সোসাইটি’। বর্তমানে কলকাতা, মেয়াদগর এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ঝাড়খালি–সহ বিভিন্ন এলাকায় সংস্থাটি শিক্ষা, পুষ্টি, কাগিগরি প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সহায়তার কাজ করে চলেছে।

ব্যাক, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, শিক্ষকতা–সহ বিভিন্ন পেশায়

জীব বৈচিত্র্য পর্যদ এর ডঃ অনিবার্ণ রায়, ডঃ সৌমেন গাতাইত, বহুমুখী লেখক ও সুন্দরবন গবেষক প্রভুদান হালদার,তাপস চক্রবর্তী। শিক্ষার্থীদের সুন্দরবনের পরিবেশের গুরুত্ব, পরিবেশবান্ধব পর্যটনের নিয়ম নীতি, বাস্তবিক গাইড দক্ষতা, ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব ও সংরক্ষণ, স্থানীয় দ্রব্য মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় সচেতন করা হয়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি কিভাবে টেকসই জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করা যায় সেই বিষয় জানানো হয়। শিক্ষার্থীদের নিয়ে সুন্দরবনের নদীখাড়িতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্পট ফিস্ট ট্রিপ পরিদর্শন মাধ্যমে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছ, জীব বৈচিত্র্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

যুক্ত তরুণ–তরুণীরা নিজেদের কর্মজীবনের পাশাপাশি সময় ও সঞ্চয়ের একটি অংশ সামাজিক কাজে ব্যয় করছেন। প্রান্তিক শিশুদের পড়াশোনা, ইংরেজি ও কম্পিউটার শিক্ষা এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের খেলাধুলার সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করা সংস্থার অন্যতম উদ্যোগ।‘নুমায়িশ ২০২৬’–এ বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের তৈরি সামগ্রীও প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনী থেকে সংগৃহীত অর্থ সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের প্রতিভা ও স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে চলা মানুষদের জন্য এই মেলা একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। অনুষ্ঠানে সমাজসেবী পিনাকী গাঙ্গুলি সংস্থার ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন। তিনি তরুণদের সামাজিক উন্মোচনের প্রশংসা করেন। সংস্থার সভাপতি অঙ্কিত মিত্র বলেন, ‘সমাজের প্রান্তিক শিশুদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’

আরো খবর

বি বি গ্রাউন্ডের বিতর্ক এড়িয়ে বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গন পেতে চলেছে বজবজবাসী

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত হুগলী নদী তীরবর্তী কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের একটি জায়গা বি বি গ্রাউন্ড নামে পরিচিত। ওই গ্রাউন্ডে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার ক্রীড়াবিদরা খেলাধুলা করতেন এবং সকালবেলা প্রবীণ নাগরিকরা প্রাতঃশ্রমণ করতেন। বিভিন্ন ধর্মীয় কাজেও এই মাঠকে ব্যবহার করত বজবজের জনগণ। মাস দুয়েক আগে হঠাৎই লক্ষ্য করা যায় কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ওই জায়গায় পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। মাঠে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর বজবজ এলাকা জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পাবলিক লাইব্রেরি হলে নাগরিক কনভেনশন এবং অরাজনৈতিকভাবে ক্রীড়াপ্রেমী ছাত্র যুব সবাই রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করে। বজবজ বাসির একটাই দাবি ছিল বি বি গ্রাউন্ড জনসাধারণের জন্য খুলে দিতে হবে। এরপর ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ২০২৪ সালের বিজেপি প্রার্থী তথা বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি) এই বিষয়টি নিয়ে একটি চা চক্রের আসর বসান বজবজে। তিনি সেই আসরে কথা দিয়েছিলেন, কলকাতা

পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে আলোচনা করে বিকল্প কিছু একটা অবশ্যই করবেন। তারপরই দেখা গেল বি বি গ্রাউন্ডের প্ল্যান বি প্রকল্প তৈরি হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে বজবজ–১ নম্বর ওয়ার্ডের কোমাগাতামার্কর যেকানে



স্মারক আছে ওরই পাশে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এর ৩ বিঘা জমি অর্থাৎ প্রায় ৪২ হাজার স্কোয়ার ফুট নতুন ক্রীড়াঙ্গন করার জন্য বরাদ্দ হয়। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকে ওই ক্রীড়াঙ্গন যেন স্বামী বিবেকানন্দের নামে হয়। অভিজিৎ দাস সহ পোর্ট ট্রাস্টের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ইতিমধ্যে ক্রীড়াঙ্গন তৈরীর কাজও শুরু হয়ে গেছে। অভিজিৎ দাস (ববি) এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি বিশ্বাস করি আত্মবিশ্বাস রাখা উচিত। ভগবানের ওপরে বিশ্বাস

রাখা উচিত এবং অপরের প্রতিও বিশ্বাস রাখা উচিত। বি বি গ্রাউন্ডের বিকল্প হিসাবে আমাদের যে ক্রীড়াঙ্গন হবে এবং আমাদের যে যুদ্ধ জয় হবে এই বিশ্বাস আমার ছিল। এখন রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার



চলছে তাই কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সহযোগিতায় বজবজবাসি নতুন একটি ক্রীড়াঙ্গন পেতে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ পিকাগো মহা ধর্ম সম্মেলনের পর বাংলার মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলেন বজবজে। তাই স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে বজবজ হতে পারে না। আমরা প্রস্তাব রেখেছি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের কাছে ক্রীড়াঙ্গনের নাম যেন স্বামী বিবেকানন্দের নামেই হয়। তিনি আরো বলেন, ক্রীড়াঙ্গনকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হবে। যেকানে একটি রেস্ট রুম থাকবে,

ইটার জন্য আলাদা প্যাসেজ থাকবে এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এখানে করা হবে। আশা করা যায় দীপাবলীর আগে ক্রীড়াঙ্গন প্রায় তৈরি হয়ে যাবে। আমাদের ইচ্ছা আছে আমাদের আদরগীয় মুখ্যমন্ত্রী



শুভেন্দু অধিকারীকে দিয়ে এই ক্রীড়াঙ্গনের উদ্বোধন করানো। বজবজের বাসিন্দা বিজেপির মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা সবিতা চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা কথা দিলে কথা রাখি। মহেশতলায় বাম আমলে মারাদোনাকে এনে বলা হয়েছিল স্টেডিয়াম করা হবে কিন্তু কিছুই করা হয়নি। ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হিসেবে আমরা গর্বিত কারণ আমাদের ওয়ার্ডেই স্বামী বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত ক্রীড়াঙ্গন গড়ে উঠছে।

নিজের মনের বিকাশ চাই : রাজ্যপাল



নিজস্ব প্রতিিনিধি : ২৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশ্বপুর থানার অন্তর্গত আমতলাতে ব্রহ্মকুমারী সংস্থায় এসেছিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। ব্রহ্মকুমারী সংস্থা ৯০তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই সংস্থা মূলত মেডিটেশন অর্থাৎ মনকে শান্ত করা ও নেশা মুক্ত বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। ৫৬ টি দেশে তাদের শাখা আছে। ৩ দিলাবাপী মিলন মেলা উপলক্ষে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। রাজ্যপাল তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের লক্ষ্য বিকশিত ভারত কিন্তু সবার আগে আমাদের মনের বিকাশ চাই। ব্রহ্মকুমারী সংস্থা সেই কাজ করে চলেছে অবিরতভাবে। ব্রহ্মকুমারী সংস্থার শিক্ষাকে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির স্তরে আহ্বান জানান। সংস্থার প্রশংসা করে তিনি বলেন, ব্রহ্মকুমারী সংস্থাই ভারত গঠনে অংশীদারিত্বের কাজ করছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক অরিন্দ্র নন্দর, সংস্থার পক্ষে ছিলেন ব্রহ্মা কুমারী মুনি এবং ব্রহ্মা কুমারী চন্দিকা সহ বিশিষ্ট গুণীজন।

বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিিনিধি : ১৩ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বাওয়ালী শাখার উদ্যোগে বাওয়ালী কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সারাদিন ধরে এক অভিনব অনুষ্ঠান হয়। বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাওয়ালী বৃত্তি পরীক্ষা কমিটি। সকাল ১০টায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী স্নেহা মণ্ডল, তারপর দেউশতাথিক ছাত্র ছাত্রী অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। বিদ্যাসাগরের জীবন ও নৃনৃত্যটা সকলের মন জয় করে। সকালের ও সাহিত্যিক বসন্ত পরামাণিক। কালীনগর যোগসুন্দর সেন্টারের আয়োজনে শিক্ষিকা সুমনা সাঁতরার নেতৃত্বে যোগেনুতা’ পরিবেশন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন পর্ষদের রাজা কমিটির প্রতিনিধি মাননীয়া চন্দী দত্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষক সর্বশ্রী তমাল মালিক, সুকুমার খাঁড়া, শুভরত সাঁতরা, উত্তম শাল, পার্থ ঘোষ। শিক্ষিকা সুর্ণনা হালদার, শিলামুরাণী সর্বশ্রী, প্রতাপ খাঁড়া, রানা চন্দ্র খাঁড়া, গিয়াসউদ্দিন মিল্ত্রী, সুবেন সাঁতরা, দিপায়ন রায়, সেলিম মোল্লা, কাঞ্চন মণ্ডল,



অন্য স্বাদের খারাবাহিক মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা সুবীর পাল

অন্য স্বাদের খারাবাহিক মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা সুবীর পাল

‘তোমরা আমার জয়ধ্বনি দিচ্ছে! কিন্তু বিশ্বাস করো, রাজা সাজতে আমি আর চাই না।’ সিনেমা পিপাসু বাঙালিদের মধ্যে খুব কম জন রয়েছেন যে এই বিখ্যাত সংলাপটি শোনেননি। জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা সম্মাসী রাজায় অভিনেতা উত্তমকুমারের লিখে এই সংলাপটি একসময় মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত। তিনি আসলে রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরির চরিত্রটি অভিনয় করেছিলেন নিপুণ নায়কোচিত দক্ষতার সঙ্গে।

অবিভক্ত ভারতের বাংলার গাজীপুরে (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) ছিল ঐতিহাসিক জমিদারি স্থান ‘ভাওয়াল’। সেই এলাকার সবচেয়ে আলোচিত জমিদার ছিলেন এই মেজকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। যিনি পরবর্তীতে ‘সম্মাসী রাজা’ নামেও খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। তাঁর কল্লিত মৃত্যুর বারো বছর পর ভাওয়াল রাজ্য মেজকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরির হঠাৎ ফিরে আসা গত শতাব্দীর অন্যতম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এরপর জমিদারি ফিরে পেতে তিনি এক দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রায় ষোল বছর ধরে চলা এই মামলাটির নিষ্পত্তি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে। পরিস্থিতি এই আইনি লড়াই ভাওয়াল সম্মাসী মামলা হিসেবে আমজনতার মনের মধ্যে রোমাঞ্চকর লাগ কেটে যায়।

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার বাকল্যান্ত বাঁধে হঠাৎ এক সম্মাসীর আবির্ভাব হয়। জাধারীরা সম্মাসীর সর্বস্বদে ছাই মাক। রোদ বৃষ্টি উৎপেক্ষ করে তিনি দিল্লীরত সেখানে বসে থাকতেন। তার সৌমা চেহারা অনেকেরই দৃষ্টি কেড়েছিল। প্রায়শই সেই সম্মাসীকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড় জমে যেত। কৌতূহলী মানুষ তাকে নানা প্রশ্ন করতো। তবে সে সব প্রশ্নের উত্তর খুব কমই দিতেন সম্মাসী। দু’একটি উত্তর দিলেও সেগুলো বাংলায় নয়। হিন্দি ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে সম্মাসী জানাতেন, তিনি পাঞ্জাবের লোক, ছোটবেলায় ধরবাড়ি ছেড়ে সম্মাসী হয়েছেন। বাংলার জলহওয়া তার একেবারে পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু রটে যায়, এই সম্মাসী দেশতে অবিবল মেজকুমারের মতো। এক কান থেকে দুই কান হয়ে খবরটি জয়দেবপুর ও কাশিমপুরে জমিদার বাড়িতে পৌঁছে যায়। কাশিমপুরের জমিদার অভুল প্রসাদ রায় চৌধুরী সম্মাসীকে তাঁর জমিদারিতে নিয়ে আসেন। যারা মেজকুমারকে কাছ থেকে চিনেছেন তারা তো সম্মাসীকে দেখে অবাক হয়ে যান। মানুষে মানুষে এত মিল হয় নাকি!

ভাওয়াল প্রাসাদের ইঁটগুলি কহে, বিভাবতী তুমিও!

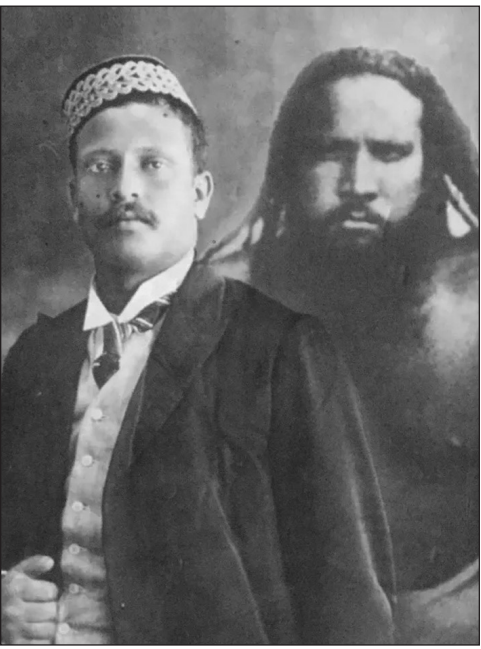
আগস্তুকের গেক্সা বেশ আর মুখ ভর্তি দাড়ি থাকলেও তারা নিশ্চিত ইনইি তাদের তথাকথিত ‘মৃত’ মেজকুমার। সেই সম্মাসী কাশিমপুরের রাজবাড়ির অপূরে মাঝে বাড়িতে ওঠেন একদল সহ সম্মাসীর সঙ্গে। এখানে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন মেজকুমারের বোন জ্যোতির্ময়ী দেবী। প্রথম দর্শনেই বোন হতবাক। এ তো সাক্ষাৎ তাঁরই ভাই। তিনি সম্মাসীকে স্বামীর বাড়িতে নিয়ে আসেন। জ্যোতির্ময়ী দেবী লক্ষ্য করেন তাঁর ভাইয়ের মতো সম্মাসীরও খাওয়ার সময় ছুবছ তান হাতের তর্জনি আলগা হয়ে যায়, জিহ্বা সামনে বেরিয়ে আসে। সম্মাসী কথা খুব কম বলেন। নিজস্ব পরিচয় প্রসঙ্গে নিলিগুতা দেননা। অচা্চ তাঁকে নিয়ে লোকজনের কৌতূহল প্রতিদিন বাড়তে থাকে। খানিকটা বিরক্ত হয়েই অন্য সম্মাসীদের নিয়ে তিনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তাঁর্থে চলে যান। কিছুদিন বাদে আবার ফিরে আসেন বাকল্যান্ত বাঁধে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে লোকজনের উৎসাহ বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল ততক্ষণে। কাশিমপুরের জমিদার নিজের বাড়িতে সম্মাসীকে পুনরায় নিয়ে আসেন। পরে অবশ্য তিনি হাতির পিঠে চাপিয়ে সম্মাসীকে নিয়ে যান জয়দেবপুরের রাজবাড়ির দিকে।

এরপর রাজবাড়ির সামনে কামিনী গাছের নিচে বসেছিলেন সম্মাসী। সমবেত লোকজনের সামনে রাজবাড়ির চিকিৎসক আশুতোষ দাশগুপ্ত সম্মাসীকে তাঁদের দার্জিলিং অবস্থানকালীন একটি ঘটনার বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সঠিক জবাব দিয়ে সম্মাসী নিজের প্রকৃত পরিচয়ের সপক্ষে জোরালো প্রমাণ দেন। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব! মেজকুমার তো বারো বছর আগে মারা গিয়েছেন বলে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন চিকিৎসক! একদা ভাওয়ালের রাজা ছিলেন কালী নারায়ণ রায় চৌধুরি। পরে জমিদারির দায়িত্ব সামলান তাঁর একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি। তিনিও খুব বেশিদিন জমিদারি ভোগ করতে পারেননি। উনার মৃত্যুর পর তিন পুত্রকে জমিদারির বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। এই ভিত্তি ভাইয়ের মধ্যে মেজভাইর রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরিকেই মূলত ‘ভাওয়াল রাজা’ বলে মান্যতা দিতেন এলাকাবাসীরা। রাজার আসনে তিনি সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন। প্রজাবংশল হিসেবে সবার গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন আদিত্যে। তবে সুরা আর নারীর নেশায় বঁধ হয়ে গাকতেন। স্ত্রী বিভাবতী দেবীর প্রতি ছিলেন যথেষ্ট উদাসীন। শিকারের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। জনশ্রুতি আছে, নিশানা এতো নিখুঁত ছিল যে, এক গুলিতেই বাঘকে ধায়েল করতেন। অতিরিক্ত রমনি সঙ্গে করতেন ওই রাজার শরীরে বাঘ বাঁধে সফিলস। হস্তের কায়দে সন্তান দানে অক্ষম হয়ে পড়েন। পারিবারিক চিকিৎসক আশুতোষ দাশগুপ্ত এই গোপন রোগের চিকিৎসা করেছিলেন।

১৯০৯ সালের ২৫ এপ্রিল চিকিৎসার প্রয়োজনে ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য বহর চবিশের মেজকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি পারিবারিক পরামর্শে দার্জিলিং যান। সিফিলিস সংক্রমণ তখন এতো জটিল হয়েছিল যে, তাঁর

হাতে পায়ের গভীর ক্ষত প্রকট হয়ে ওঠে। রাজার দার্জিলিংয়ের সফর সঙ্গী ছিলেন কুড়ি বছরের স্ত্রী এবং শ্যালক সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসক আশুতোষ দাশগুপ্ত এবং ব্যক্তিগত সাতাশ জন কর্মচারী। মে মাসের শুরুতে মেজকুমারের পেটে ব্যথা সহ নানা শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়।

মেজকুমারের শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি হতে থাকে ৭ মে সন্ধ্যা থেকে। ক্রমাগত রবিন, রক্ত পায়খানা হতে থাকে। এ হেন পরিস্থিতিতে ছোটকুমার দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিলেও উনার দাকা ৮ মে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে মারা যান। দার্জিলিংয়ের শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে বলেও জানানো হয় কারও কারও তরফে।



১০ মে মেজরানী ও অনারা জয়দেবপুর প্রত্যাবর্তন করেন। যদিও সেই সময় লোকমুখে গুঞ্জন ছিল, মেজকুমারের দেহের নাকি আদৌ সংকার করা হয়নি। ওই দিন শ্মশানঘাটে মেজকুমারের দেহ নিয়ে যাওয়ার পর শুরু হয়েছিল তুমুল ঝড় ও সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। প্রলয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য লোকজন শ্মশানঘাট থেকে অন্যত্র আশ্রয় নেন। বৃষ্টির পর শ্মশানে গিয়ে তাঁরা কিন্তু আর সেই দেহটি দেখতে পাননি।

ফলে তথাকথিত এবং বিতর্কিত মৃত রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি হঠাৎ এমনতর আগমনকে সহজ্ঞে মেনে নিতে পারেননি টানা একযুগ যাবৎ এতদিনের অভাষ হওয়া রাজস্বের সুবিধাভোগী কিছু মানুষজন। তাঁরা উনার অতি সাম্প্রতিক সম্মাসীকরণী অন্তিমুকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেন। রাজপরিবার শুণু নয়, স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্র ও সাধারণ

প্রজারাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন এমন ইস্যুতে। এই জটিল পরিস্থিতিতে স্ত্রী বিভাবতী দেবীর ভূমিকাও সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। কারণ শ্যালক সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপথে মেজকুমারের নামে করা জীবন বীমার ত্রিশ হাজার টাকা আদ্যাসং করে নেন। এমনকি মেজকুমারের স্ত্রীর ভাগের জমিদারি অংশ থেকে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকার যে ভাতা সংগৃহীত হতো তার পুরোটাই গ্রহণ করতেন এই গুণধর শ্যালক। তাই মেজকুমারের ফিরে আসাটা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অশনিসন্ধেতে পরিণত হলো। ভাইয়ের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যাওয়াটা বিভাবতী দেবীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না কোনও অদৃশ্য কারণে। বিভাবতী দেবী পারিবারিক ডাক্তার আশুতোষ দাশগুপ্তের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন বলেও জনশ্রুতি আছে। অনেক এও দাবি করতো যে, দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন মেজকুমারের উপর যুগ্মের সঙ্গে বিধ প্রয়োগ করেছিলেন এই চিকিৎসক। আর এই চক্রান্তে নাকি সামিল ছিলেন স্বয়ং বিভাবতী দেবী।

এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে সংশ্লিষ্ট মৃত্যু সনদ সংগ্রহ করে ঢাকাস্থিত তদানীন্তন প্রভাবিত কালেক্টর জেএইচ লিভন্সের কাছে দাবি করেন সম্মাসীকে ‘প্রতারক’ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে। কালেক্টরও সম্মাসীকে ‘প্রতারক’ উল্লেখ করে নোটস জারি করে দেন।

এদিকে, মেজকুমারের সমর্থকরা জয়দেবপুরে তখন ‘ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজা সমিতি’ গঠন করেন আন্দোলন। হারবাইদের জমিদার দিগিন্দ্র নারায়ণ ঘোষ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সেই সময় জয়দেবপুরে সম্মাসীকেই মেজকুমার মেনে নিয়ে ১৯২১ সালের ১৫ মে বিরাট জনসভার আয়োজন করা এলাকাবাসীরা। রাজবাড়ির মাঠে ওই জনসভায় অন্তত দশ হাজার নারী পুরুষ একযোগে সমবেত হেন। চহ্লীরাও হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না। তাঁরাও ‘ভাওয়ালে ভুতের কাণ্ড’ নামক একটি বই ছেপে সম্মাসীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে ছিলেন।

১৯২২ সালে মেজকুমারের ঠাকুরমা রানী সত্যভামা দেবী সম্মাসী দেশী মেজকুমারের সঙ্গেই ঢাকায় ববসাস করতে শুরু করেন। ওই বছরের ১৫ ডিসেম্বর সত্যভামা দেবী মারা গেলে সম্মাসীই তাঁর মুখারি করেন। ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার ভবানীপুরের হরিশ মুখোপাধ্যায়ের একটি বাড়িতে অবস্থানকালে বড়রানী (মেজকুমারের বড় ভাই রাধেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর স্ত্রী) সূর্যবালা দেবী সম্মাসীকে ঠাকুরপো বসে বিনোত পারেন। এ ছাড়া মেজরানীর কয়েকজন আত্মীয়ও মেজকুমারকে সনাক্ত করতে পেরে উনার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত সত্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব বর্তায় আদালতের ওপর। আইনজীবী ও স্থানীয় জমিদারদের সহযোগে সম্মাসী শশরীরে ঢাকা বোর্ড অব রেভিনিউতে হাজির হয়ে নিজের পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য ১৯২৬ সালের ৮ ডিসেম্বর আবেদন

ভোটার্থিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির ডেপুটেশন



নিজস্ব প্রতিিনিধি : ২১ সেপ্টেম্বর বজবজ–২ নং বিডিও তে বৈধ ভোটারের নাম নথিভুক্ত করে নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করার দাবিতে ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। ১০ জনের এক প্রতিনিধি দল আইনজীবী গিয়াসউদ্দিন মিল্ত্রী ও সমাজকর্মী বাসুদেব কাবড়ার নেতৃত্বে বিডিও তে স্মারকলিপি জমা দেন। আলোচনার সময় যে চিত্র উঠে আসে তা ভয়াবহ, দুই বিধানসভা এলাকায় মোট ৭৩২১ জন বিচারার্থীনের মধ্যে আট পর্যন্ত গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মাত্র ১৫ জন বিচার পেয়েছেন। প্রায় ৩ শতাধিক মানুষ জমায়তে হয়েছিল। বিডিও–র সামনে

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ভোটার্থিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির বিশিষ্ট সংগঠক বাসুদেব কাবড়ী, উত্তম পাল, প্রদত্ত কাবড়ী, দেবব্রত মাখাল, রামকুমার মণ্ডল ও গৌতম মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আনসার খান (কোচন), সমিতির জেলা নেতৃত্ব প্রতাপ খাঁড়া ও রাজা নেতৃত্বে ইমতিয়াজ আলম। বক্তারা এলাকায় এলাকায় আন্দোলনের কমিটি ও গণ কনভেনশন করে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। উপস্থিত মানুষজন আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে যান।

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির



নিজস্ব প্রতিিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রয়াস ‘সূর্য ফর লাইফ ফাউন্ডেশন’ এবং ‘বিড়াডিল্লী সমাজসেবী সংঘ’–এর উদ্যোগে ২০ সেপ্টেম্বর একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন রক্তদান শিবির ও থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা শিবিরের পাশাপাশি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সম্মাসী স্বামী শান্তেশানন্দ মহারাজ, আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত এবং দাড়িভিট ভাষা আন্দোলনের অন্যতম মুখ সন্তুর্গি সরকার–সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ২০১৮ সালে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাড়িভিট

হাইস্কুলে বাংলা শিক্ষকের পরিবর্তে উর্দু শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনে রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মণ নামে দুই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে স্মরণ করেই পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছিল। মাতৃভাষার মর্যাদা ও ভাষার অধিকার রক্ষার বার্তা সামনে রেখে এদিনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান শিবিরে স্থানীয় মানুষজন অংশ নেন। পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে মাতৃভাষা ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি তুলে ধরা হয়েছিল।

ওএমআর পাঠাতে ভরসা ইন্ডিয়া পোস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার্থীদের পূরণ করা ওএমআর শিট ভারতীয় রেলের পরিবর্তে ইন্ডিয়া পোস্টের সাহায্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে থেকে সংসদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌঁছবে। এতে উত্তরপত্র আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌঁছতে পূর্বের বছরগুলিতে যে একাধিক সময়সার সৃষ্টি হতো সেটা আর হবে না। সেইজন্যই ভারতীয় ডাক বিভাগের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে। এরই সঙ্গে গত বছরের তৃতীয় সেমিস্টারের মতো এবারেও ওএমআর শিট কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন হবে। এতে মূল্যায়ন পর্ব দ্রুততার সঙ্গে হবে এবং ত্রুটিমুক্ত হবে এবং এই মূল্যায়নে কোনও একজামিনার (পরীক্ষক) বা হেড একজামিনার (পরীক্ষক) লাগবে না। সংসদ সভাপতি মসিউর রহমান সর্দার জানান, ২১ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা শুরু হয়ে পরীক্ষা শেষ হবে ১৪ অক্টোবর শারদোৎসবের চতুর্থীতে। সে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষা কক্ষ ২০:১ অনুপাতে ন্যূনতম দু’জন ইনভিজিলেটর নিরীক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। তৃতীয় সেমিস্টারের এই পরীক্ষায় মোবাইল, ক্যালকুলেটরসহ যে কোনও ইলেকট্রনিক গেজেট ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেজনা পরীক্ষা চলাকালী কোনও পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে মোবাইল ফোন বা কোনও রকম ইলেকট্রনিক গেজেট পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর এবারের এনরোলমেন্টসহ সকল পরীক্ষা বাতিল করা হবে। রাজ্যের প্রতিটি অর্থাৎ ২,১০৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন করে কাউন্সিল নমিনি নিযুক্ত থাকবেন। এবছরও বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও অলচর্চিক এই চার ভাষায় প্রশ্নপত্র হয়েছে। আর তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার দিনগুলিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশের জেরেক সেন্টারগুলি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে।

প্যাণ্ডেলে ‘ডেঙ্গুর’ বাসা!

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গোৎসবের মণ্ডপ তৈরির বাঁশের মাথায় যাতে বৃষ্টির জল জমে মশার বংশবৃদ্ধি না হয়, তা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। ডেঙ্গু ঠেকানোর নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আশপাশে পড়ে থাকা ও মাটিতে পৌঁতা কাটা বাঁশের মুখে বা মাথায় বৃষ্টির জল জমে যেতে পারে। সেই জমা পরিষ্কার জলেই নিশ্চিতে ‘এডিস ইগিস্টাই’ মশার বংশবৃদ্ধি হতে পারে। তা এটা ঠেকাতে বালি বা মাটি দিয়ে বাঁশের কাটা মুখ বন্ধ করতে হবে। বা বাঁশের মুখ লম্বালম্বি কেটে দিতে হবে, যাতে জল জমতে না পারে। বর্ষার বৃষ্টি অক্টোবর মাসেও জারি থাকবে, তাই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইও জারি থাকার কথা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর জানিয়েছে। বস্তুত সেই কারণে ২১ সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতার চিংপুরে কলকাতা পৌরসংস্থার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমািত্রা পাল পৌরসংস্থার নানা দফতরের কর্মীদের নিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতা কর্মসূচি নিয়ে পদযাত্রা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে কিভাবে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ছে, তা কিভাবে রোধ করা যায়, তা নিয়ে প্রচার চালানো হয়। কলকাতার ১–১৬ প্রতিটি বরোর চিকিৎসকদের উদ্যোগে একই সঙ্গে এদিন এই ডেঙ্গু বিরোধী যাত্রা সংঘটিত হয়।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে এপর্যন্ত কলকাতা উত্তরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪টি, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৫টি, ৬১ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৬টি, ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২টি, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩টি, ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২টি, ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪টি, কলকাতা দক্ষিণের ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১টি, ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪টি, ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৭টি, ১১১ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩টি, ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৫টি, ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৭টি, ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৬টি, ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু ৫টি এবং ১৩৬টি নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২টি। চলতি বছরে কলকাতা পৌর এলাকায় এপর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের হয়েছেন ১১৬ জন।

দুগ্ধা দুগ্ধা বাটা নিউল্যান্ডে

এবার রাম মন্দিরে অকালবোধন

কুনাল মালিক : রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় দুর্গা পূজা বাটা নিউল্যান্ডে এর পূজার আয়োজনেও অভিনবত্বের ছোঁয়া লাগতে চলেছে। এবার এই পূজা কমিটি রাম মন্দিরে অকালবোধন পূজোর আয়োজন করছে। মন্দিরটি নির্মাণ করা হচ্ছে গ্লাই এবং ফাইবার দিয়ে। যার উচ্চতা ১১০ ফুট। অভিনব এই রাম মন্দির মন্ডপের দায়িত্বে আছে পূর্ব মেদিনীপুরের মা মন্দো ডেকোরোটা মন্দিরে যে মূর্তি পূজা পাবে তা হল আশ্বিন মাসে যে পূরুষোত্তম রাম অকালবোধন পূজো করেছিলেন তার



আঙ্গিকে। যেখানে রাম, রাবণ এবং জাহ্নবান থাকবে। মহিষাসুরের পরিবর্তে এখানে দেখা যাবে রাবণকে। প্রতিমা শিল্পী হলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত সনাতন রুদ্র পাল। বাটা নিউল্যান্ড পূজা

এআই শিক্ষায় শিল্প–শিক্ষা সমন্বয়ের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আয়োজিত দ্বিতীয় এডুক্টেস’র কনক্লাভ–এ শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক এআই শিক্ষার প্রসারে শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। ‘হেরিটেজ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি’–র প্রধান প্রদীপ আগরওয়াল দায়িত্বশীল ও নৈতিকভাবে ‘এআই’ ব্যবহারের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা শুধু জ্ঞান প্রদানকারী নন, বরং শিক্ষার্থীদের এআইভিত্তিক শিক্ষায় পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

টেগা ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান মদন মোহাঙ্গা এনইপি ২০২০–এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, কৌতূহল ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এডামাস ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর ড. সমিত রায় শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। ওম দয়াল গ্রুপের নাতাশা আগরওয়াল ‘এআই’ প্রথমত নাকি মানুষ নয় এই বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব নেন। অন্যতম ‘ফ্রিডম এডু’–এর প্রতিষ্ঠাতা নিখিল সরাফ ‘এআই’ নিয়ে মাস্টারক্লাস পরিচালনা করেন। সম্মেলনে ২০০–রও বেশি শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধি অংশ নেন।

ছবি : শ্রীতম দাস

পূজোর হোর্ডিং–ব্যানারে এনওসি বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় দুর্গাপূজো চত্বরের সমস্ত হোর্ডিং ও ব্যানারসহ গুপ্তের খাঁচার মতো ডিসপ্লে বিভাজনের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার বিভাজন দফতর থেকে ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’ নিতে হবে কলকাতার সমস্ত পূজো কমিটিগুলোকে। কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পৌরসংস্থার একগুচ্ছ শর্ত ও নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে পূজো কমিটিগুলিকে। তাতে বলা হয়েছে ৬ অক্টোবরের আগে কোনও হোর্ডিং, ফ্লেক্স, ব্যানার লাগানো যাবে না। আর ২৯ অক্টোবরের মধ্যে দুর্গাপূজোকে কেন্দ্র করে অস্থায়ীরূপে লাগানো সমস্ত হোর্ডিং রাস্তা থেকে খুলে ফেলতে হবে। এরই সঙ্গে হোর্ডিং–ব্যানার–ফ্লেক্স এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে অন্য যাত্রী হোর্ডিং, রাস্তার পৌরসংস্থার লাগানো আলো, ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যালিং

মহানগরে ২০৯টির মধ্যে ৭০টি আসন মহিলা সংরক্ষিত

বরুণ মণ্ডল : নগরপালিকা আইন (দ্যা মিউনিসিপ্যালিটিস অ্যাক্ট–৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৯৪) অনুসারে কলকাতা পৌরসংস্থার মোট আসনের এক–তৃতীয়াংশ (৩৩.৩৩ শতাংশ) আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার নিয়মানুসারে কলকাতা পৌরসংস্থার নতুন ওয়ার্ড সংখ্যা ২০৯টির মধ্যে মহিলাদের জন্য মোট ৭০টি আসন (৩৩.৪৯ শতাংশ) সংরক্ষিত হলো। আবার এই ৭০টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ৪টি আসন তফসিলি জাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে (আসন ৪টি হল– ওয়ার্ড নম্বর ৬, ৫২, ১৪৪ ও ১৯৭) বলে খসড়া প্রস্তাবের বিস্তৃপ্তিতে জানানো হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসকের তরফে এই বিস্তৃপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই বিস্তৃপ্তিটি রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে ই–মেইল মােরক করে পাঠানো হয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫ টার মধ্যে এই বিষয়ে তারা বা কলকাতার সাধারণ নাগরিকরা তাদের কোনও পরামর্শ বা মতামত বা আপত্তি থাকলে অধঃস্বাক্ষরকারীর (জেলাশাসক আইএএস অভিনেব কুমার তিওয়ারি) কাছে (আলিপুর পুলিশ কোর্টে জেলাশাসকের সাদা রঙের বাড়িতে) জানাতে পারবে এবং সেগুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে ওই বিস্তৃপ্তিতে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেস, সিপিআইএম, কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, এই মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ নগরপালিকা আইন যথাযথভাবে মেনে হয়নি।

ওই বিস্তৃপ্তিতে ৭০টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি সাধারণ তফসিলি জাতির প্রার্থীদের (পুুষ ও উভয়ের) জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত হয়েছে। ওই আসন(৮ওয়া)গুলি হল– ২৮, ৩১, ৭৫, ১২৬, ১৫৪, ১৫৮, ২০০ ও ২০১)। তবে ২০২১ সালের মতো ওই খসড়ায় তফসিলি উপজাতিদের(এস টি) জন্য কোনও আসন সংরক্ষিত হয়নি।

ওই খসড়া তালিকায় সাধারণ মহিলাদের জন্য যে ৬৬টি আসন চিহ্নিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে কলকাতা উত্তরে রয়েছে ২৪টি আসন। আসনগুলি হল – ১, ৪, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭১ ও ৭৪। আর কলকাতা দক্ষিণে রয়েছে ৪২টি আসন। আসনগুলি হল – ৭৮, ৮১, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৬,

ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ২৫ থেকে ৫০,০০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গোৎসবে এলইডি (লাইট ইমিটিং ডাইয়োড) বিজ্ঞাপনে কলকাতা পৌরসংস্থা অত্যন্ত চড়া হারে পৌরধর ধার্য করলো। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, এলইডি আলোর বোর্ডে প্রতি বর্গফুট পিঙ্ক দৈনিক ৬০০ টাকা হিসাবে কলকাতা পৌরসংস্থায় আগে জমা দিয়ে অনুমতির ‘আই ডি’ নম্বর নিয়ে তারপর এলইডির বোর্ড লাগানো যাবে। ১০ দিন বা ১৫দিন বা যে কদিনের জন্য এই ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ড বসানো হবে তার পুরো টাকা কলকাতা পৌরসংস্থায় আগেভাগেই জমা দিয়ে অনুমতির নম্বর নিয়ে এলইডি বোর্ডের তলায় তা লাগিয়ে দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১০–

৯৯, ১০২, ১০৫, ১০৮, ১১১, ১১৪, ১১৭, ১২০, ১২৩, ১২৭, ১৩০, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৯, ১৪২, ১৪৬, ১৪৯, ১৫২, ১৫৬, ১৬০, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৯, ১৭২, ১৭৫, ১৭৮, ১৮১, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯৩, ১৯৬, ২০২, ২০৫ ও ২০৮।

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের শুভানি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সর মিলিয়ে ৭৮টি আসন সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। তাহলে মোট ২০৯টি আসনের মধ্যে ১৩১টি আসনে যে কোনও শ্রেণির পুরুষ বা মহিলারা কলকাতা পৌরসংস্থার নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ সালে কলকাতা পৌরসংস্থার



নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ছিল ৪৮টি। যদিও তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস দল ও নির্ল থেকে সাধারণ আসনেও মহিলাদের প্রার্থী করার সে সময়ের মোট ১৪৪ আসনের মধ্যে মোট ৬৮ জন (কলকাতা উত্তর থেকে ২৯ জন এবং বাকি ২৯ জন কলকাতা দক্ষিণ থেকে) মহিলা পৌরপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বেশ কয়েকজন অত্যন্ত দক্ষ সমাজের কৃতী মহিলা পৌরপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মাসিক পৌর অধিবেশনগুলিতে একাধিক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও প্রস্তাব উত্থাপন করতেন। তারা নিজ নিজ ওয়ার্ডে কোথাও কী কী সমস্যা আছে তা পৌর অধিবেশনে তুলে ধরতেন। পৌর বাজেটের ওপর পর্যালোচনায় তারা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিতেন। এদিকে হাওড়া পৌরসংস্থায় ৩৩.৮২ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে।

১২ বছর এই এলইডি আলোর বিজ্ঞাপন বোর্ড বসিয়ে কলকাতার নামীদামী দুর্গাপূজো কমিটি গুলি লক্ষ লক্ষ টাকা নিজেদের পূজো কাভ জোগাড় করেছিল। দুর্গাপূজায় হোর্ডিং–ব্যানার–রোড ওভার গেট – এলইডি আলোর বোর্ড লাগানোর জন্য যে পার্মিশন আই ডি দেওয়া হচ্ছে, সেখানে জালিয়াতি রূপতে বিশেষ ‘কিউ আর কোড’ লাগানো হচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে। কলকাতা পৌরসংস্থা তরফে পরিষ্কার বলা হয়েছে হোর্ডিং ইত্যাদি ৬ অক্টোবর আগে লাগানো যাবে না এবং ২৯ অক্টোবরের মধ্যে হোর্ডিং ইত্যাদি রাস্তা থেকে খুলে রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাফসুতরো করে দিতে হবে।



বেমানান : কলকাতার প্রাণকেন্দ্র আলিপুরে ভবানী ভবনের ঠিক পিছনে প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে এভাবেই জমে রয়েছে ময়লা। ময়লার স্তূপ থেকে বেরোচ্ছে দুর্গন্ধ এবং যাতায়াতের সমস্যাও লক্ষ্য করা গেল। এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এমন দৃশ্য সত্যিই বেমানান।

ছবি : নিজস্ব



ভাষা দিবস : ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮–য় উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটের এক স্কুলে অপ্রয়োজনীয় উর্দু শিক্ষকের যোগদান এবং সংস্কৃত শিক্ষকের যোগদানের স্বগিতাদেশের কারণে ছাত্র আন্দোলনে প্রাণ হারায় রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন। সেই মর্মান্তিক ঘটনা মনে করে এবছর একাডেমি সংলগ্ন রানুছায়া মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গর জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি দাবি রাখা হয় ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করবার জন্য। বক্তব্য রাখেন, লেখক মোহিত রায়, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ দাস, সৌগত বসু সহ অন্যান্যরা।

ছবি : নিজস্ব



নিরাপত্তা : কনফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল নিরপত্তাবিষয়ক আলোচনা সভা এবং প্রদর্শনী। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের আপৎকালীন ও অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী এবং শ্রম ও পিএইচডি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য্য। বণিক সভার পূর্বাঞ্চলীয় চেয়ারম্যান রাজীব মঙ্গল সহ অন্যান্য সদস্যরা। এই আলোচনায় উঠে আসে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নিরাপত্তা বিষয়ক বিষয় এবং প্রদর্শিত হয় বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরি করা নিরাপত্তা সামগ্রী।

ছবি : নিজস্ব



চক্ষু পরীক্ষা : আর বি আর্ডিনিউ বিবেকানন্দ সেন্টার ফর সোশ্যাল সার্ভিস এবং রোটারি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে বালিগঞ্জে আয়োজন করা হয় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের।

ছবি : নিজস্ব



যুগ্ম বালুচের : ১৯শে সেপ্টেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস, তাই সকাল সকাল পুরী সমুদ্র সৈকতে দেখা গেলো ট্যুরিস্ট ফটোগ্রাফাররা কাজের মাঝেই পরিষ্কার করছে বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূল।

ছবি : অডিজিং কর

শিলিগুড়িতেও ব্যস্ত শিল্পীরা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : প্যাণ্ডেলের কাঠামো তৈরি থেকে শুরু করে মণ্ডপসজ্জার প্রস্তুতি সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি জুড়ে এখন পূজোর আবহ। আর হাতে সময়ও খুব বেশি নেই। মর্তো আসছেন না দুর্গা। সেই আগমনের বার্তা যেন এখন থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে শহরের অলিগলিতে। প্যাণ্ডেলের ব্যস্ততার পাশাপাশি শিলিগুড়ির কুমারটুলিতে ব্যস্ত শিল্পীরাও।

শারলোৎসবের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। হাতে এক মাসেরও কম সময়। একদিকে বিভিন্ন পূজোমণ্ডপে চলছে প্যাণ্ডেল তৈরির কাজ, বাঁশ–বল্লি, কাঠামো আর সাজসজ্জার প্রস্তুতি। অন্যদিকে শিলিগুড়ির কুমারটুলিতে দিন–রাত এক করে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৎশিল্পীরা। কোথাও খড়ের কাঠামোয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে দেবীর অবয়ব, কোথাও চলছে মাটির প্রলেপ, আবার কোথাও প্রতিমার মুখাবয়ব ও অলংকারের তৈরির সূক্ষ্ম কাজ। শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ার ধীরে ধীরে প্রাণ পাচ্ছেন মা দুর্গা, সঙ্গে তৈরি হচ্ছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ।

পূজোর আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। তাই এখন আর বিশ্রামের সময় নেই শিল্পীদের। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে ব্যস্ততা। একটি প্রতিমাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পেরোতে হয় একাধিক ধাপ–কাঠামো তৈরি, খড় বাঁধা, মাটি দেওয়া, শুকনো, রং, সাজসজ্জা এবং শেষ মুহূর্তের নিখুঁত কাজ। প্রতিটি ধাপেই রয়েছে শিল্পীর পরিশ্রম, ঝেঁষ ঝেঁষ ভালোবাসা।

শুধু কুমারটুলিই নয়, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পূজো কমিটিগুলির মধ্যেও শুরু হয়ে গিয়েছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। প্যাণ্ডেল তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি চলছে আলোকসজ্জা, মণ্ডপের থিম এবং অন্যান্য আয়োজনের পরিকল্পনা। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ির বাতাসে এখন থেকেই শোনা যাচ্ছে ঢাকের আগাম আওয়াজ। চারদিকে যেন একটাই অপেক্ষা–কবে আসবেন মা? এক মাসেরও কম সময় তারপরই বোধনের সুরে, ঢাকের তালে, ধূপের গন্ধে আর উল্লুখনিতে সেজে উঠবে শহর। মা আসছেন–তাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে শিলিগুড়ি।

উত্তর খুরুট বারোয়ারির ভাবনা ‘পরিত্রাণ’

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর খুরুট বারোয়ারির এবারের ভাবনায় পুরাপুর বার্তাকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়াস রয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে যখন নানা ধরনের সংকট, ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তখন মানুষের প্রয়োজন হয় বিশ্বাস, সাহস ও মানসিক শক্তির। দেবী দুর্গার আরাধনার মধ্য দিয়ে সেই শক্তিকেই খুঁজে নেওয়ার বার্তা দেওয়া হবে এবারের পূজায়। ‘শ্রীশ্রী চণ্ডী’–র বাণী এবং সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাসের সূত্র ধরে পূজোর ভাবনায় উঠে আসছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ কিংবা ঘোর সংকটের সময়ে মানুষ দেবীর শরণাপন্ন হয়ে মানসিক শক্তি ও আশ্বাস খুঁজে নেয়। দেবীকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে ভয় ও হতশাকে জয় করার যে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে রয়েছে, সেই বিশ্বাসকেই শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা থাকছে মণ্ডপে। তবে এই ‘পরিত্রাণ’ কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে রয়েছে মানবিকতার বার্তাও। বিপদের সময়

একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, দুর্বলকে সাহায্য করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং ভয়কে জয় করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার যে মানসিকতা–তাও এবারের ভাবনার অন্যতম দিক। তাই মণ্ডপে পা রাখার পর দর্শনাধীদের সামনে শুধু একটি থিম নয়, বরং জীবনের নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করার এক প্রতীকী গল্প তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে ‘মলয় ইলেকট্রিক’। শব্দ, আলো ও শিল্পভাবনার সমন্বয়ে দর্শনাধীদের সামনে ‘পরিত্রাণ’–এর ভাবনাকে আরও জীবন্ত করে তোলার প্রস্তুতি চলছে। এবারের প্রতিমা নির্মাণ করছেন কুমোরটুলির বিশিষ্ট ভাস্কর অসীম পাল। দেবীর রূপ ও ভাবভঙ্গির মধ্যো শক্তি, সাহস এবং



পৌঁছে দেবে। ৮-৭তম বর্ষের এই দুর্গোৎসবের আনুমানিক বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

শরৎবাবু কংগ্রেসী
ছিলেন, গান্ধীবাদী নয়



সমর গঙ্গোপাধ্যায়

দেশে ফিরেছেন। থাকেন হাওড়ার বাজ শিবপুরে একটা ভাড়া বাড়িতে। তখন তার লেখার অসম্ভব জনপ্রিয়তা। ‘বড়দিদি’, ‘পরিণীতা’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘দেবদাস’, ‘চরিত্রহীন’ ইত্যাদি একের পর এক কাহিনীর নেশায় পাঠকদের আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। নিজেও নেশায় ডুবে পড়ছেন। বৎপাণ্ডার প্রকাশকদের কাছে তিনি দল্লী। প্রতিকার সম্পাদকরা তাঁর বাড়িতে ভীড় করে একটা লেখা পাওয়ার জন্য। যদিও শরৎবাবু ব্যক্তিগত জীবনে যেনই বাউন্ডুল লেখক জীবনে ততখানি পেশাদারি তিনিই সম্ভবত বাংলাসাহিত্যে প্রথম পেশাদার লেখক। মাঝেমধ্যে কলকাতায় যেতে হলে, বা সা রোডে চিত্তরঞ্জক দাশের বাড়িতে অভ্যস্ত মারতেও যান। লেখার সূত্রে ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ। তাৎপর্য কি যে হলো, সর্বভাষী চিত্তরঞ্জনের এক ছা থেকে অদ্ভুত এক টানা মনুভব করতে থাকেন তিনি। কিছুতেই মানুভবকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই বাড়িতে লুকিয়ে আসতেন সন্ন্য জেল ফেরত সহিষ বিপ্লবীরা। শরৎবাবু তাদের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হতেন। যদিও চিত্তরঞ্জনের ছিলেন অহিষ আন্দোলনের পথিক। ১৯১১ সালে দেশেজুড়ে তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। ইংরেজ সরকার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে দিগ্গিশেন বলে অভিহিত করে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে চাইছে। ‘রাওলাট এ্যাক্ট’ নামে একটা কালিদান অনুগ্রহপত্র ওপাচ চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশবাসী এটা মেনে নিতে চাইলো না দিকে দিকে তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের শাখা করে তোলার জন্য সালা দেমব্যাপী একদিনের দাঙ্গার ধর্মঘটের ডাক দিলেন। ১৯১১ সালের ৬ই এপ্রিল সালা ভারত জুড়ে হরতাল ধর্মঘট পালিত হলো। জনসাধারণের বিক্ষোভ এখানেই থেমে থাকলো না। বিভিন্ন জায়গায় তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয়দের শিক্ষা দেবার জন্য ইংরেজ জেনারেল বায়ারসের নেতৃত্বে ১৩ই এপ্রিল যাত্রা গেল এক নুশল ঘটনা। জালিওয়ানাবাগে নিরস্ত্র মানুষের সমাবেশে নির্বিঘ্নেই গুলি চালিয়ে গণহত্যা ঘটানো হলো। সহপ্রতিবেদক নরনারী ও শিশু হতাহত হলো। গণহত্যার প্রতিবাদে কলকাতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নাইটহুড’ উপাধি তাগ করলেন। গান্ধীজী অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, একদিনের সালা ভারতব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়ে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন— তাঁর পক্ষে এটা হলে একটা ‘Himalayan Blunder’। শরৎবাবু একদিকে যেমন রবী ঠাকুরের প্রতিবাদে গর্বিত, অন্যদিকে মহাত্মা সিদ্ধান্তে বিস্মিত। ১৯২০ সালে গান্ধীজী আবার ফিরে এলেন রাজনৈতিক মঞ্চে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এই অহিষ আন্দোলন শুল্ক কারার আগে গান্ধীজী বিপ্লবীদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে এক বছরের স্বরাজ আসবেই। তিনি সেই ব্যাকুরুণী বকসে করে দেখানো। শুরু হলো গান্ধীজীর নেতৃত্বে সরাসরি বিদেশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা। চিত্তরঞ্জক দাশের ওপর বাংলাদেশে আন্দোলন চালানোর ভার। তিনি শরৎচন্দ্রকে আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। শরৎজি পড়লেন মহাপরিচালনা সচিব সে খেঁচি একজন লেখক। নেশা কারার বদ ভাবনা সব। নেতা যদি মালো হয় তাহলে তো মুখ দেখানো যায় না। আবার নেশা ছাড়লে ভালো। লেখাই বা কলমে আসবে কোথা থেকে! একদিকে হাজার হাজার পাঠকদের চাহিদা। অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী মানুষের মিছিল। প্রথম জেতেনিচের রাজনীতি তার কাম্য নয়। আবার রেজুন ফিরে যাবেন। দুই এক দিন বাড়িতে বস থেক ফিরে এলেন ভদ্রানীপুরের কংগ্রেস অফিসে। লেখা ছাড়তে হলো না। সবাইকে তাক লাগিয়ে তারারাত্তি মদ্যপান ছেড়ে দিলেন। তিনি তখন স্বাধীনতার নেশায় বৃন্দ।

বন্ধীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হলেন। নিয়ম করে রাজ কংগ্রেস অফিসে যেতেন। অনেক বার ক্রোড় শ্রাবীর বেড়ি ফিরতেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্রভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক সহযোগী সংগঠন করছিলেন। শচীনন্দন বাবুর লেখা থেকে জানা যায় যে, কোনো জাতি ব্যাপারের সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ছিলেন অস্বীকারী। শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত তাম্রমতের ওপর স্বয়ং দেশমুগ্ধ ভরসা রাখতেন। একে একে তিনি যা হও তা জেলা প্রদেশ কংগ্রেসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি এবং সম্ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনেগ্রাণে গান্ধীবাদী না হলে রাজনৈতিক জীবনের এই বিস্তার সম্ভব নয় কিংবা! কিন্তু সেই আন্তঃদেশীয় সম্বন্ধ করে দেখিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র নিজস্বই অসহযোগের ওপর পুষ্ট আশ্রয় নিয়েছিল কংগ্রেসে যোগ দেরনি। কংগ্রেসে আসার পেছনে একমাত্র প্রেরণা ছিলেন দেশমুগ্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ। মহাত্মা গান্ধী নয়। স্নাতোত্তর স্বাধীনতার দাবি তাকে ভারতের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বাধীনতার তাগুদে তিনি মানসিকভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে সে যন্ত্রণা ফুটে উঠছিল। তবু তিনি চাইছিলেন সরাসরি শাসকের মুখোমুখি দাঁড়াতে। গান্ধী যেতে লাগে হাঁটতে শুক করে তিনি বারবার হেঁচট খেতে পারতেন। বছর পর পরেই স্বরাজ এখোঁ দা। কিন্তু গান্ধীজীর ডাকে সারা ভারতব্যপী একো দিল এক গণ-জাগরণ। ব্রিটিশ শাসকরা শঙ্কিত। এই সময়ে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘড়ল চৌরীচৌরায় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এই সুযোগে গান্ধীজী আন্দোলন পুনঃই চালাইলেন এই অভিযোগে একতরফাভাবে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করে দিলেন। অনেক কংগ্রেস নেতা কান্দিরা গান্ধীজীর এই পলায়ন মনোভাবকে মেনে নিতে পারলেন না। স্বয়ং জওহরলাল নেহেরুর মতে, 'তখন আন্দোলন সার্বক দিক দিয়ে অগ্রসর হইতচে এবং আমরা প্রতিষ্ঠা ও

সাক্ষাৎ লাভ করছিচ্ছে, এমন সময় এভাবে আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় আমরা ক্ষুব্ধ হইলাম। শরৎচন্দ্রের মহাশ্মার প্রতি শোকে শব্দ হলো। তিনি বলেছিলেন, 'গোটা কতক কনস্টেবল infuriated mob এর হাতে পুড়ে মরেছে। তাতে কি হয়েছে? এতটুকু গোটা জাতিবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তিগ্রাণ্থমে রক্তপাত হতে না? হুইইইই! রক্তের পানি দায়ে বাজে ব্যর্থ চারিদিকে সেই প্রবাহের মধ্যেই ফেটে যে স্বাধীনতার রক্ত কমলা। এতে ফোড় কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ? Non violence খুব Nobel idea, কিন্তু achievement of freedom is Noble – hundred times nobler!

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে দলে থেকে সবসময় পাঠার শৃঙ্খলা
 মেনে চলতেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর তথা কংগ্রেসের সব
 নির্দেশ তিনি আরেগের বশে মেনে নিতেন না। নিজের
 যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে কংগ্রেসের নির্দেশ যাচাই করে নিতেন
 বরিশালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে
 যাওয়ার সময় স্টাম্পের শরৎবাণ দেবদ্বন্দ্বকে সরাসরি
 বলেছিলেন যে তিনি ক্বাকা বিপাক করেন না। হিন্দু-
 মুসলমান ইউনিটি বিশ্বাস করেন না। অহিংস সহিংস



শরৎচন্দ্রের একসময় জেল ফেরত
রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা দেখে আর
নিজেকে কংগ্রেস দলের নিয়ম-শৃঙ্খলার
মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলেন না

কোন অসহযোগেই তার বিশ্বাস নেই।
অথচ পার্টির নির্দেশে রোজ নিয়ম করে শরৎচন্দ্র চরকায় গিয়ে কাটাতেন। যদরের পোশাক পরতেন। কিন্তু চরকা ও যদরের প্রচলিত করে জনসাধারণের মূল সমস্যার যে সমাধান হবেনা তাও বিলক্ষণ জানতেন। স্মৃতিকথায় তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, 'ভারতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে অশি ফ্রেড টাকার অভাব পূরণ করা যায় না। কাঠের চরকা দিয়ে লৌহ ময়দারও হারানো যায়'। এসে গেলেও তাতে মানুষের কায়দার পথ সুপ্রস্তুত হয় না। ১৯২১ সালে গান্ধীজী কলকাতায় এসে কংগ্রেস কর্মকর্তাদের সাথে চরকা কাটতে বলেন। শরৎচন্দ্রের চরকায় কাট কাট দেখে খুব প্রশংসা করে বলেন, 'শরৎবাবু আপনার কাটা সুন্দর। আপনি যুগ মিতি হচ্ছে। চরকাকে ভালোবাসেন। শরৎচন্দ্র বলেন, একেবারেই না। আপনাকে ভালোবেসেই আমি চরকা কাটতে শিখেছি। চরকাকে ভালোবেসে সূতে কাটার অভ্যাস করিনি। চরকা সুন্দর। সুতে স্বরাজ জাতির সাহায্য হবে না। গান্ধীজী তিনি গান্ধীজীকে স্নানোক্ত দ্বিধা বোধ করেন নি। পরিস্কার



বলেছিলেন, attainment of Swaraj can only be helped by soldiers, and not by spider.
কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে বিলাফত আন্দোলন জুড়ে দেওয়াও শরচন্দ্র ঘোষারই মেনে নিতে পারেননি। তিনি তার লেখা ‘বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ...বিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য।.....
যে দেশের সহিত ভারতের সংগ্রহ নাহি, যে দেশের মানুষকে বিখ্যাত, কি পরে, কি বরকম চহারা, কিছুই জানিনা, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীয় শাসনান্ধ ছিল, এখন

ময় জেল ফেরত
র অবস্থা দেখে আর
লর নিয়ম-শৃঙ্খলার
তে পারলেন না

যদি, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়েছে, তথাপি সুলতানকে
তাহা ফিরাহিয়া দেওয়া ইউক। কারণ পরাধীন ভারতীয়
মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়েছে—এ কোন সঙ্গত
প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাণ্ডা। ঘুমের ব্যাপার।
যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই এবং তেমনরা চাও খিলাফত
— অতএব এসো একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য
মাথা খুঁড়ি এবং তেমনরা স্বরাজের জন্য তার ঠুকিয়া
অভিনয় শুরু কর,.....জিঙ্গাসা করি মুক্তি হয় কি
গোঁজামি? মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে
প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন
হইবে না, গোটা কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল
কিনা।' তাঁর মুসলমানদের প্রতি মেহভঙ্গ হয়েছিল।
তিনি বলেন,.....মুসলমান যদি কখনও খালে হিন্দু
সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে হলনা ছাড়া আর কি
হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান
লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। রাজা
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুণ্ঠন
করিয়াই ক্ষান্ত নাই; মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ

করিয়াছে, নারীর সতীত্বহানি করিয়াছে। বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, তাই করিতে কোথাও তার সঙ্কোচ মানে নাই। ‘...জগতের অনেক বস্তু আছে যা ত্যাগ করিয়াই পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু’ এখন যদি শরৎবাবু এসব কথা উচ্চারণ করতেন। তাহলে নিশ্চয়ই তাকে মৌলবাদী বলে বয়কট করা। যেত।

দেশের যুববাহজ বিশেষভাবে মেয়েদের স্বদেশী আন্দোলনে বেগ দেওয়াবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। যোগ্য গুরুর অনুরোধে তাঁর, শুধুমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় পুত্র লাভ করা যাবে না। মেয়ে মানুষকে আমরা শুধু মেয়ে করেই রেখেছি মানুষ হয়ে দিইনি। এই ছিল তার অভিমত। তিনি নারীদের পাঠ্যপুস্তকটি যুগসমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাই চিত্তরঞ্জন দাশের পর সুভাষ চন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আস্থা রেখেছিলেন।

আমরা বারবার মনে হয। যে মানুষ ‘পথের দাবী’, ‘পল্লী সমাজ’, ‘মহেশ’ –এর মতো লেখা লিখেছেন, তিনি কি করেই যাদের মতো সমস্ত বিপ্লবীদের স্বপক্ষে দ্রাস্তপত্র বলে মনে করেছেন? একেবারেই নয়। বরং তাদের গভীর শ্রদ্ধা করতেন। এই বিষয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমপত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একই পথের পথিক ছিলেন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ সমস্ত বিপ্লবীদের সমর্থনে কোর্টে দাঁড়িয়ে সাওয়াল করেছেন। অনুশীলন দলের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর আগাগোঘ ছিল। তিনি সমস্ত অভ্যুত্থানের পথ থেকে অহিংস আন্দোলনের পথেই তাঁর রেখেছিলেন ঠিকই। কিন্তু বিপ্লবীদের জন্য তার দরজা কখনো বন্ধ করে দেননি। এও সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভিমত হলো— তাঁহার মুস্লিম হয়নি। এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলিস্বরণ পনিজেরদে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালবাসা ও তাঁহারা পক্ষে মনোমত অন্তস্তব ছিল, তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়া ও তাঁহারা পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁর বাস্তবিক জীবনে এই অসম্ভবকে মনে নেননি। তিনি বিপ্লবীদের প্রতিক্রা ‘বনু’ তাহা ভোলাভাবে প্রচার হয় সেদিক নজর রাখতেন ও পরামর্শ দিতেন। এমনকি বিনাপয়সায় লেখাও দিতেন। শোনা যায়, বিপ্লবীদের সহ্যে করার জন্য শরবাসুর সামতাবেড়ের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি হইলেছিল। তিনি এমতে মোটেও বাধ্য হয় ন। নজরুল হেজেলি অনিশন করছে শুনে হুগলি জেলে ছুটে গেছেন। জেল ফেরত বিপ্লবীকে কলকাতা স্ট্রীট বইয়ের দোকান খুলে দিয়েছেন। ফেরার প্রবোধে বিপ্লবীরা গান্ধীকে সামতাবেড়ের অদূর গ্রামে সাহায্য পাঠিয়েছেন। যাওয়ার শিপপুর, সালকিরা, ডোমজুড় ইতাদি জায়গাগুলি আত্মপূরণ করে থাকা বিপ্লবীদের নিমিত্ত খোঁজ খবর রাখতেন। তাঁরাও লোককে অসন্তুষ্ট বিশ্বাস করতেন। বিপদে—আপদে তার কাছ থেকে সাহায্য পেতেন। জেলে থাকা বিপ্লবীদের খোঁজখবর নিয়ে তিনি ভুলতেন না।

মাঝে মাঝে গল্প করে বলতেন, বিপ্লবীদের আত্মহত্যার কাহিনী। শরৎচন্দ্র যখন স্বেদন থেকে কলকাতা ফিরে এসেছিলেন, তাঁর ঠিক একবছর আগে বিপ্লবী রাসবিহারী বর বিপ্লবী কাকমেরের জন্য জাপানে পাড়ি দিয়েছেন। শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বালেশ্বর যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। বিপ্লবী ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম.এম.রায়, গিরী মহাপাত্রের জীবন থেকে খুব প্রেরণা দিয়েছিল। এই সব কাহিনীতে দেশাতি শরৎচন্দ্রের মনে কতটা দাগ কেটেছিল তার প্রমাণপথের দাবীর সত্যসাক্ষীর মধ্যে দেখতে পাই।

এছাড়া সূর্য্য নেনকে তিনি অসন্তুষ্ট সহ্য করতেন। তাঁর কলকাতা বিশেষত গান্ধীজী যখন সম্ভাবনায় বিপ্লবীদের অন্তরীলয় সন্ধানবাদী দলটি দিতেন। তখনই শরৎচন্দ্র গার্জে উঠেছেন। তিনি দেশবন্ধুর শেষ জীবনে কংগ্রেসের নোংরা স্লামদলি দেখে বিগ্ন বোধ করেছেন। দেশবন্ধু মহান লোকহকের পাট্টর প্রতি অন্যায় দেখে বিম্মিত হন। তিনি শরৎচন্দ্রের রাজনীতি দেখে সম্পূর্ণ লোখার কাক মন দিতে বলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের রাজনীতি সম্পর্কে কোনো মোহ না থাকলেও, দেশবন্ধুকে একা রেখে কোনো আসতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে সুভাষ চন্দ্রের প্রতি তাঁর এমেনোভা ছিল। যদিও কোলাহল রাস্তায় নেমে তিনি রাজনীতি করেন নি। প্রতিক্রিয়া কোনো প্রচার চাননি। এমনকি অহিংস আন্দোলন করে জেলের দরজায় হাজির হননি। তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে তিনি রসিয়ে মজা করতেন। একবার সুভাষ চন্দ্র তাকে বালীয়া কংগ্রেসের দায়িত্ব নোবার জন্য অমক পিড়াপিড়ি করেছিলেন। উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন, দেখ সুভাষ আমি দেখতে বোকা বটে। কিন্তু এটো বোকা নই। তুমি ভেবেছো বঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির গদিতো আমাকে রসিয়ে তোমার বদলে আমাকে জেলে পাঠাবে। পুলিশ যখন হাতে কড়া দিয়ে নিয়ে যাবে তখন তুমি বড়জোর গায়া একগাছি মালা পরিয়ে বলবে ‘বন্দেমাতরম্ ! শরৎবাণু জিন্দাবাদ! সে হবার নয়।

শরৎচন্দ্রের একসময় জেল হেরত রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা দেখে আর নিজেকে কংগ্রেস দলের নিম্নম—মুখলার মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। পরাধীন দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটে যেত কারাগারের অন্ধকারে। মুক্তি পাওয়ার পরও সেই অন্ধকার। সমাজে তারা চূড়ান্ত অবহেলিত। কোথাও তাদের ঠাঁই নাই। শরৎচন্দ্র ঐ দেশপ্রেমীদের শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়ার টাঙ্কন হলে এক বিপ্লবী সন্তান আয়োজন করে বসলেন। শরৎচন্দ্র মোটেও সুস্থ ছিলেন না। কিন্তু কি এক সঞ্জিবনী মন্ত্রে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিল অশ্রেণীবদ্ধ শরৎচন্দ্রের এক অসৌক্য কষ্টবর— ‘দেখেরে জনো যারা নিয়েছেন রক্ত করেছে, ভিন্নশ্র কেরে, আজকে তারা হিঁসেরে দেশকে লোকেরে, নিজেরে পাত্র’ দেশ ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই দেশ হবে তাদের প্রতি বিরাগ? কেন? টিকাকিরি ভয়ে? আই বি আর শেশলা রায় এখনও দাশের লোকের মনকে করলে শাসন? কংগ্রেসের কাক করতে কাকের বাঘ ধরা পড়, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন, সম্ভবনা জানাবে না কেন? গবর্নমেন্ট তাদের রিভলিউশনারী বলেছে বলে? তারা ভায়েলোকে বিশ্বাস করে এই কথা গবর্নমেন্ট রটিয়ে দিলে? গবর্নমেন্ট কি হবে আজ আমাদের Conscience keeper? আমাদের নীতি বুদ্ধি কি আমরা Identify করব গবর্নমেন্টের নীতি বুদ্ধির সঙ্গে? By no means. We must receive them openly and wholeheartedly. গান্ধীজীমের ভায়েলোকে শুচিভায়ে গালে সপাটে থাল্লড কষিয়ে বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বসলেন, — — — গবর্নমেন্ট এরের ভয় করে কারণ এসেরে তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের খৎসের মন্ত্র। বিপ্লবের তিনি বুঝিয়ে দিতেন, তিনি কংগ্রেস দলে ছিলেন। কারা কোনো সময়ই গান্ধীবাদী হয়ে উঠতে চান নি।

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর চিত্ররূপে মহানায়ক



ড. শঙ্কর ঘোষ

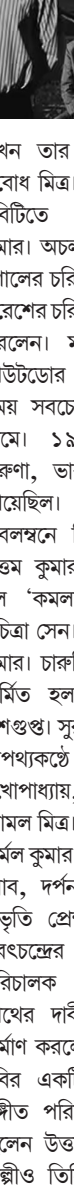
মহাবীরের দশক জুড়ে ‘ওয়ানওয়ালা’ নাটকের খুব রম্যতা অনুভব ছিল। পেশাদারীর রঙ্গমঞ্চের নাটক তো বলাইকি। কিন্তু চলচিত্রের বিখ্যাত শিল্পীদের নাটকে দেখার সুযোগ দর্শকরা সাধারণত মিস করতেন না। ফলে নানান মঞ্চে এই ‘ওয়ানওয়ালা’ নাটক অভিনয় হতো। সাধারণত যাত্রায়াত্রী তিন দিক শোলা মঞ্চ থাকে, এই ওয়ানওয়ালের ক্ষেত্রে পিছন দিকে একটি দৃশ্যশট থাকে। সেইভাবে বহু জনপ্রিয় নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। চিত্রতারকারা যখন অভিনয় করতেন তখন দর্শকের বাড়তি চাচিহা হতো থাকবেই। দিলীপ রায় প্রখ্যাত পরিলোক অভিনেতা। তিনি ‘ওয়ানওয়ালা’ নাটক করছিলেন ‘অপরদাস’ উপন্যাসের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ‘অপরদাস’ উপন্যাসের নটীরূপ নিয়ে।



তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি নিজেকে দেবদাসের চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং পার্বতীর ভূমিকায়ও অভিনয় করতেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। দিলীপ রায়ের যুব বন্ধু ছিলেন প্রযোজক সুনীল রায়। একদিন দিলীপ রায় কচা প্রসঙ্গে তাঁকে জানানো যে এই দেবদাসের রিমেক করলে কেমন হয়। সুনীল রায় তাতে সম্মত হলেও তখন দিলীপ রায়ের মনে হল যে দেবদাসের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন স্বয়ং উত্তমকুমার। সেইভাবে তিনি উত্তমকুমারের কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু উত্তমকুমার নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠার আগে যেমন কচা ছিলো ছবি দেখে নিজেকে তৈরি করবেছিলো, তার মতো একটি ছবি ১৯৩৫ সালে মুক্তি প্রাপ্ত প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'দেবদাস'। সেখানে প্রমথেশ বড়ুয়া নিজের দেবদাসের ভূমিকায়ও অভিনয় করেছিলেন। সেখানে সঙ্গে পেয়েছিলেন যমুনা বড়ুয়া, চন্দ্রাবতী দেবী এবং অমর মল্লিককে। সেই ছবি সুপার-ডুপার হিট হয়েছিল। দেবদাস বললে প্রমথেশ বড়ুয়ার মুখটাই তৎকালীন দর্শকদের অন্তরে জেগে উঠতো। ফলে উত্তম কুমার সেই চরিত্রে অভিনয় করতে সম্মত হলেন না। অগ্রহণ্য প্রতি এই শ্রদ্ধা দেখার মতো তবে তিনি তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম দিলীপ রায়কে হতাশ করলেন না। ওই উপন্যাসের একটি বিবিসি চিত্রিত হচ্ছে চুলিনাল। সেই ছবিতে তিনি অভিনয় করতেন সম্মত হলেন। মূল চারটি চরিত্র অর্থাৎ 'দেবদাস'—এর ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পার্বতীর ভূমিকায় সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবী এবং চুলিনালের ভূমিকায় উত্তম কুমার। চুলিনালের চরিত্রে উত্তম কুমার দর্শকের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর লিখে দুটি নজরুলগীতি ব্যবহৃত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি নজরুলগীতি কালীপদ সেনের সঙ্গীত পরিচালনায় মাদা দে গোয়েছিলেন শাওন রায়ের যাদি স্বরগে আগেই মোরে, সে দৃশ্য খ্যাঁরা একবার দেখেছেন তাঁরা কখনোই বিস্মৃত হতে পারেন না। এই 'দেবদাস' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৯ সালের ২৩ মার্চ। উত্তর, পূর্ববা, উজ্জ্বলা সহ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে।

সরথহস্তের কাহিনী অবলম্বনে
নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে সুচিট্রা
উত্তম কুমার অভিনীত চন্দ্রনাথ ছবিটি
একসময় দর্শকদের মাতিকে দিয়েছিল।
পরীলক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় শশী
বারিক প্রযোজিত সেই ছবিতে উত্তম
কুমার অভিনয় করেছিলেন নাগ
কুমার এবং 'সরথ' -র চরিত্রে ছিলেন
সুচিট্রা সেনা। দুজনেই অবসাদ অভিনয়
করেছিলেন। এঁদের পাশে কৈলাস
খুন্ডার চরিত্রে জহর গঙ্গোপাধ্যায়।
অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন।
উত্তম-সুচিট্রা যেন সাহিত্যের
পাতা থেকে উঠে এসেছিলেন এই
ছবি মধ্যম মেট্রো সিনেমা হলে
এই ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। যদিও

দ্বন্দ্বনাথ ছবির কোনো প্রিন্ট এখন পাওয়া যায় না। কানন দেবীর শ্রীমতী পণ্ডিচারের বানারে যে ছবিগুলি নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল শরৎচন্দ্রের ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’ এই ‘রাজলক্ষ্মী’র ভূমিকায় সূচিভা সেন প্রথম কানন দেবী প্রযোজিত কোনো ছবিতে অভিনয় করবার জন্য এলেন। শ্রীকান্তের ভূমিকায় উত্তম কুমার। দুজনেই অত্যন্ত সুন্দর করে করেছিলেন। পিয়ারী বাইজী ওভরে রাজলক্ষ্মীর দ্বৈত সত্তা মুগ্ধ হই উঠেছিল সূচিভা সেনের অভিনয়ে। উত্তম কুমারের শ্রীকান্ত সম্পর্কেও সেই ইচ্ছা একি কথা। ১৯৫৮ সালে এই ছবি মুক্তি পেয়েছিল ‘মিনার’, ‘বিজলী’, ‘ছবিবার’ প্রকাশ্যে। উত্তমকুমার যে সমস্ত ছবিগুলি প্রযোজনা করেছেন তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হল শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে ‘গৃহদাহ’ ছবিটি। উত্তম কুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের বানারে এই ছবি নির্মিত। পরিচালক সুবোধ মিত্র। প্রধানতম ভূমিকায় যে প্রমথেশ বড়ুয়া যখন ‘গৃহদাহ’ ছবি নির্মাণ করেছিলেন



তখন তার সম্পাদক ছিলেন এই উত্তম মিত্র। উত্তম কুমার প্রযোজিত ছবিটিতে মহিষের চরিত্রে উত্তম কুমার। অলার চরিত্রে সুচিত্রা সেন। মৃণালের চরিত্রে সার্বিতা চট্টোপাধ্যায়। সুরেশের চরিত্রে প্রদীপ কুমার অভিনয় করলেন। মহিষের গ্রামের বাড়ির আউটডোর শাউং হয়েছিল বর্তমান সময় সবচেয়ে আলোড়িত কামদুর্দিন গ্রামে। ১৯৬৭ সালে রূপবন্তী, অপ্রাণ, ভারতীতে এই ছবি মুক্তি পেয়েছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার অভিনীত শেষ ছবিটি হল ‘কমললতা’। নাম ভূমিকাতো সুচিত্রা সেন। শ্রীকান্তের চরিত্রে উত্তম কুমার। চারুকিত্রের ব্যানারে এই ছবি নির্মিত হল। পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত। সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। নেপথ্যগীতি ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র। গহরের ভূমিকায় ছিলেন নির্মল কুমার। এই ছবি মুক্তি পেয়েছিল মেঘ, দর্শনা, প্রিয়া, জেম, লিবাটী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে ১৯৬৯ সালে। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের বছরে পরিচালক পীযুষ বসু শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করলেন সব্যসাচী ছবিটি। এই ছবির একটি বড় প্রাসপেক্ট হল সঙ্গীত পরিচালকরূপে এই ছবিতে ছিলেন উত্তম কুমার। নাম ভূমিকার শিল্পীও তিনি। যেহেতু এটি একটি দেশাত্মবোধক ছবি, তাই এখানে উত্তমকুমার, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের 'বড়াদিদি' ছবিটি
নায়ক করেছিলেন অজয় কুমার। এখানে
রায়চাঁদ চমুকায় ছিলেন সন্ধ্যা রানী
এবং নায়কের চরিত্রে ছিলেন উত্তম
কুমার। তবে পূর্ববর্তী 'বড়াদিদি'
ছবিতে মলিনা দেবী ও পাণ্ডা
সাল্যাল এত অসাধারণ অভিনয়
করেছিলেন যে তার কাঙ্ক্ষা
অবশ্য এই ছবিটি পৌঁছেতে পারেনি।
মনু সেনের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের
'বিরাজ বৌ'-এর তিন চিত্রগ্রহণ নাম
'ভূমিকাত'ে অভিনয় করেছিলেন
মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর স্বামীর
চরিত্রে উত্তম কুমার। দিলীপ রায় যখন
সেবেদাস ছবিতে তে সাক্ষ্য পেলেন
তখন তিনি শরৎচন্দ্রের অঙ্কন
কাহিনীর চিত্রগ্রহণ দিলেন। সৌহা
'দর্পচূর্ণ'। সেখানে নায়ক-নায়িকা
ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের
সন্ধ্যা রায় কিন্তু উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকাতে উত্তম কুমার অভিনয়
করেছিলেন। অপরায়ে কথাসিদ্ধী
শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রীয় জন্মগ্রহণ
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালের
১৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৭৬ সালের
জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৬
সালের ৩ সেপ্টেম্বর। অপ্রতিদ্বন্দী
সুখের শরৎচন্দ্রকে এবং মননায়ক
উত্তমকুমারকে এই লেখার মধ্য দিয়ে
আমি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আতিশ্য কাচে

চানুর রূপো
অবশেষে এশিয়ান গেমসে অথরা পদকের খরা কাটল মীরাবাই চানুর। নাগোয়া এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগে রূপো জিতে ইতিহাস গড়লেন এই ভারতীয় ভারোত্তোলক। তাঁর হাত ধরেই দীর্ঘ ২৮ বছর পর এশিয়ান গেমসের মঞ্চে ভারোত্তোলনে কোনো পদক পেল ভারত। এর আগে ১৯৯৮ সালে ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে শেষবার পদক (কম্পো) জিতেছিলেন কর্ণম মালেশ্বরী।

ইস্টবেঙ্গলে জাপানি
শক্তি বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের। জাপানের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার হিতোমি তানাকাকে সহি করাল দিলেন ভারত। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত তানাকাও। জাপানি ফুটবলার বলেন, ‘ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিতে পেয়ে আমি সম্মানিত এবং উত্তেজিত। দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ক্লাবের হয়ে একফিট উইমেল চ্যাম্পিয়ন লিগে খেলা অত্যন্ত মর্যাদার ও চ্যালেঞ্জের।

বার্ঘন মন
এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারতের শুটিং পদকের আশায় বড় ধাক্কা। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে ফাইনালে উঠেও পোডিয়ামে জায়গা করে নিতে পারলেন না দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকের। ব্যক্তিগত ইভেন্টের পাশাপাশি মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের দলগত ইভেন্টেও হতাশ হতে হয়েছে ভারতকে।

পুরুষদের সাফল্য
জাপানের নাগোয়ায় এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে হিমাংশু ধিলো রৌপ্য পদক পেয়েছেন। একই ইভেন্টে ভারতের রুদ্রাক্ষ পাতিল পেয়েছেন ব্রোঞ্জ পদক। এর আগে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলসে দলগত বিভাগে রৌপ্য পদক পান ভারতীয় শূটার বালাসাহেব পাতিল, পার্থব রাকেশ মানে এবং হিমাংশু ধিলো।

জয়ের শুভেচ্ছা
এশিয়ান গেমসের মিক্সড মার্শাল আর্টসে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী সূচিকা তরিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য এই বিভাগে তিনি ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে প্রথম পদকটি অর্জন করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ার এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এই সাফল্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করে তাঁর নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার প্রশংসা করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

উডের অবসর
ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার মার্ক উড আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ৩৬ বছর বয়সী উড ২০১৫ সালে ইংল্যান্ডের হয়ে অভিষেক করেন এবং ৩৮ টি টেস্টে ১১৯ টি উইকেট নেন। ভারতের হয়ে পেসার ২০১৯ বিশ্বকাপে ১৮ টি উইকেট নিয়েছিলেন এবং ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী দলেও ছিলেন।

কোনোমতে জয়
জাপানের সানো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট গ্রাউন্ডে একমাত্র টি-২০ ম্যাচে ভারত ২ রানে জাপানকে হারিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পাঁচ ওভারের হয়। টসে জিতে ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৩২ রান তোলে। অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার ১৬ রান করেন। জাপানের চার্লস হিল্ডে দুই উইকেট নেন। রান ত্যাগ করতে নেমে জাপান ৫ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান তুলতে সক্ষম হয়।

টিকিট বিক্রি
ব্রাজিল ম্যাচের পর আগামী ৬ ই অক্টোবর সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় ফুটবল দল উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচের টিকিট বিক্রি অনলাইনে চলছে। একজন সর্বোচ্চ ১০ টি টিকিট কিনতে পারবেন।

৩০ পয়েন্টেই চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ৩২ পয়েন্টে রানার্স ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আট বছরের অপেক্ষার অবসান। কলকাতা লিগের মুকুট ফের উঠল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মাথায়। বারাসত স্টেডিয়ামে ডু-অর-ডাই ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিংকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ৩১তম বার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হল সবুজ-মেরুন। ২০১৮ সালের পর ফের ঘরে এল এটিহোর এই ট্রফি।

ম্যাচে নাটক ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মহমেডানের লালরেমসাদা ফানাই ও অধিনায়ক মহিতোষ রায়ের গোলে একসময় ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। তার পর ১০ জনে নেমেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। সাহাল আবদুল সামাদের জোড়া গোল এবং সায়েনের গোলে ম্যাচ ৩-২ করে ট্রফি নিশ্চিত করে বাগান। ৫৮ মিনিটে গোলকিপার



দীপ্রভাত লাল কার্ড দেখার পরও প্রায় ৩৮ মিনিট লিগ সেরা সবুজ-মেরুন। চলতি মরশুমে এটাই মোহনবাগানের প্রথম ট্রফি।

তবে লিগের পয়েন্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে অন্য কৌতূহল। মোট পয়েন্টে ইস্টবেঙ্গল ৩২, মোহনবাগান ৩০। একই দিনে কোল ইন্ডিয়াকে ৭-০ গোলে হারিয়েও লাল-হলুদ রানার্স। কারণ, এ বার গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট সুপার সিন্ধে যোগ হয়নি। চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হয়েছে শুধু সুপার সিন্ধের ফলের ভিত্তিতে। সেই পর্বে মোহনবাগানের ৭ পয়েন্ট, ইস্টবেঙ্গলের ৫। তাই মোট পয়েন্টে পিছিয়ে থেকেও নিয়মের হিসাবেই

মানাসলুতে তুষারধসে প্রাণ গেল বাংলার পর্বতারোহীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেপালের বিশ্বের অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ মানাসলু অভিযানে ভয়াবহ তুষারধসে মৃত্যু হল বাংলার পর্বতারোহী ধ্রুবজ্যোতি গুহ ও তাঁর শেরপা গাইড ফুরসেন্দা শেরপার। ক্যাম্প-৬-এ তাঁবুর ভিতর ছিলেন দু'জন। প্রবল তুষারধসে তাঁবুটি প্রায় সাত ফুট বরফের নীচে চাপা পড়ে যায়। পরে উদ্ধারকারী দল তাঁদের দেহ উদ্ধার করে। কৃষ্ণনগরের যষ্ঠীতলার বাসিন্দা ধ্রুবজ্যোতি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। জার্মানিতে কর্মরত এই পর্বতারোহীর পাহাড় ছিল নেশা। একাধিক শৃঙ্গ অভিযানের পর এবার তাঁর লক্ষ্য ছিল ৮,১৬৩ মিটার উচ্চতার মানাসলু জয়। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া, তুষারবড় এবং লাগাতার ধসের কারণে শুরু থেকেই কঠিন হয়ে উঠেছিল অভিযান। ১৮ সেপ্টেম্বর

রোপ-ফিল্মিং দল শ্বরের পথ খুলে দেওয়ার পর সামিটের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন ধ্রুবজ্যোতি। এর মধ্যেই সেই রাতে ক্যাম্প-৩ এলাকায় আচমকা তুষারধস নামে। দীর্ঘ সময় যোগাযোগ না পেয়ে চার শেরপার উদ্ধারকারী দল খোঁজে যায়। প্রায় সাত ফুট বরফের নীচ থেকে উদ্ধার হয় ধ্রুবজ্যোতি ও ফুরসেন্দার দেহ। দুর্ঘটনার পর চলতি মরসুমের মতো মানাসলু অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তব্যরত শেরপা দল ও অভিযানকারী সংস্থা। এদিকে কৃষ্ণনগরে ধ্রুবজ্যোতির বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। ধ্রুবজ্যোতির দেহ দেশে ফেরানোর বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক।



৬৩-তে জোড়া সোনা কিরগিজস্তানে সোদপুরের অনুপমের শক্তির জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স ৬৩। অবসরের সময় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে জোড়া সোনা জয় সোদপুরের অনুপম ধর চৌধুরী। কিরগিজস্তানে আয়োজিত ১৩তম আন্তর্জাতিক ‘ওয়ার্ল্ড স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্রাইন বেষ্ট প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপ’-এ মাস্টার-গ্রি (৬০ ওয়ার্ল্ড) ৮৫ কেজি বিভাগে বেষ্ট প্রেস ও স্ট্রেংথ লিফটিং-দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। প্রতিযোগিতায় ১৫টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। ভারতীয় দলেও ছিলেন খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক



ও সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে ৪৪ জন। বাংলার ছয় প্রতিযোগী ও দুই প্রশিক্ষকের মধ্যে ছিলেন অনুপম। তাঁর এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে দীর্ঘ সাধনা। ১৯৭৯ সাল থেকে বিভিন্ন বিশ্বকাপে স সঙ্গে যুক্ত তিনি। ১৯৮১ সালে অংশ নিয়েছিলেন ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’ প্রতিযোগিতাতেও। পরে পেশাদার স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্রাইন বেষ্ট প্রেসে মন দেন। অনুপমের প্রশিক্ষক তথা প্রেপ্রেসিভ পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অনিবার্ণ নন্দী জানিয়েছেন, গত দু'বছর ধরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অনুপম। গত হ'মাস তাঁর তত্ত্বাবধানে কঠোর অনুশীলন করেছেন। ৬৩ বছর বয়সেও প্রতিটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সাফল্যের নজির গড়েছেন অনুপম। তাঁর এই জয় প্রমাণ করল, বয়স নয়-ইচ্ছাশক্তি আর নিয়মিত অনুশীলনই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

অজিত সরতেই আইএফএ-তে নতুন সমীকরণের জন্মনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএফএ-র সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ানেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর পরেই আইএফএ নির্বাহন হওয়ার কথা। তার আগে সচিব অনিবার্ণ দত্তের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠান তিনি। কয়েক দিন ধরেই তাঁর সরে দাঁড়ানো নিয়ে জল্পনা চলছিল। পদত্যাগের কারণ হিসেবে অজিত নিজেই বয়স ও নতুন ক্রীড়া বিধির কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, নির্দিষ্ট বয়সসীমা পেরিয়ে গেলে ভবিষ্যতে এই পদে থাকা সম্ভব হবে না। তাই সেই পরিস্থিতির অপেক্ষা না করে সম্মানের সঙ্গে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত। আইএফএ-র সভাপতি পদে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালনকে



সংখ্যের সাধারণ সদস্য হিসেবে ময়দানে পথচলা শুরু অজিতের। পরে ওই ক্লাবের সচিব ও সভাপতি

হন। আইএফএ সভাপতি হিসেবে পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি মহিলা ফুটবলের প্রসারে কন্যাশ্রী কাপ চালুর ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল। দীর্ঘ ময়দানি জীবনের ইতি টানলেও ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে বলেই জানিয়েছেন তিনি। তবে নির্বাচনের ঠিক আগে এই পদত্যাগ ঘিরে আইএফএ-র অন্দরে নতুন সমীকরণ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও নানা আলোচনা চলছে। যদিও অজিতের পদত্যাগপত্রে রাজনৈতিক চাপের কোনও উল্লেখ নেই; প্রকাশে তিনি বয়স ও নতুন নিয়মকেই সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে জানিয়েছেন।

ক্যারাটেতে নজর কাড়লো তাড়দহ স্কুলের ছাত্র

সুভাষ চন্দ্র দাশ : রাজ্যের সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর নিয়ে ৭০ তম বর্ষের ‘স্কুল

প্রতিযোগিতায় ক্যারাটে ছিল বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল



স্পোর্টস এন্ড গেমস’ আয়োজিত হয়েছিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। বিভিন্ন খেলাধুলার পাশাপাশি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার তাড়দহ স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র আদিত্য হালদার।

ক্যারাটে ৮২ কেজি বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। রাজ্যস্তরে ছাত্রের এমন সাফল্যে গর্বিত ‘তাড়দহ উচ্চমাধ্যমিক স্কুল’ এর সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শনিবার স্কুলের তরফে কৃতি ছাত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় স্কুলের তরফে।

বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা তাড়দহ উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক সীমার মন্তল জানিয়েছেন, ‘৭০তম রাজ্য স্কুল স্পোর্টস এন্ড গেমস’ এ আমাদের স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ৮২ কেজি বিভাগে সমগ্র রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আমরা আনন্দিত। আগামী দিনে যাতে আরো বড় ধরনের সাফল্যের অধিকারী হতে পারে তার জন্য আমরা আদিত্যকে সংবর্ধনা দিয়ে আশীর্বাদ প্রদান করেছি। আগামী দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে এটা নিশ্চিত।’

বিশ্বমঞ্চে রিচার সোনালি উত্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির ছোট মাঠ থেকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম ভরসার নাম হয়ে উঠেছেন রিচা ঘোষ। ২০০৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জন্ম নেওয়া রিচার ক্রিকেটের হাতেখড়ি বাবার হাত ধরে। ক্রিকেট আত্মপায়ার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচ বছর বয়সে মাঠে যাতায়াত শুরু। টেবিল টেনিসে মন বসেনি, ব্যাট-বলই হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বপ্নের সঙ্গী। মাত্র ১১ বছর বয়সে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে অভিষেক। পরের বছর অনূর্ধ্ব-২৩ এবং ১৬ বছরেই সিনিয়র বাংলা দলে সুযোগ। ১৬ বছর বয়সে ভারতীয় টি-২০ দলে ডাক এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আন্তর্জাতিক অভিষেক।

এই পথচলায় বিশেষ ভূমিকা ছিল বুলন গোস্বামীরা। বাংলার ড্রেসিংরুমে কিংবদন্তি পেসারের স্নেহ, পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা রিচাকে ম্যাচের পরিস্থিতি বোঝা এবং বড় মঞ্চের চাপ সামলাতে সাহায্য করেছে। ২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র ১৮ বলে টি-২০ আন্তর্জাতিক অর্ধশতরান করে নজির গড়েন রিচা। ডব্লিউপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ১.৯ কোটি টাকায় যোগ দিয়ে ২০২৪ সালে দলকে চ্যাম্পিয়ন করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ২০২৫ সালের বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্যও ছিলেন তিনি। আর ২০২৬ এশিয়ান গেমসের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২২ বলে অপরাধিত ৪৯ রান করে ভারতের ২১৬ রানের ভিত্তি গড়ে দেন রিচা। সোনা জয়ের পর তাঁর কথায়, ‘‘শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল শুধু সোনা। এই ফলাফলে আমরা সবাই খুব খুশি। ব্যক্তিগত ভাবেও আমি খুব আনন্দিত।’’ শিলিগুড়ির সেই ছোট্ট মেয়েটি এখন ভারতীয় ক্রিকেটের বড় মঞ্চে নিজেই এক পরিচিত নাম।

রেকর্ড জয়ে জাপানে সোনা ভারতের মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের হাত ধরে আইটি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে এসেছে দেশের প্রথম সোনা। ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ১৪৭ রানে উড়িয়ে ২০২৩ হ্যাংঝৌয়ের পর ফের এশিয়ান গেমসের চ্যাম্পিয়ন ভারত। এশিয়া কাপের ফাইনালেও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছিল হরমনপ্রীত কৌরের দল।



টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৩ উইকেটে ২১৬ রান তোলে। স্মৃতি মাদানার ৪৫ বলে ৭৯ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও ছয়টি ছক্কা। টি-২০ ক্রিকেটে ৩৭তম আন্তর্জাতিক অর্ধশতরানের পাশাপাশি ১১ হাজার রানও পূর্ণ করেন তিনি। শেফালি ভার্মা করেন ২৯ বলে ৪৮।

শেষ দিকে রিচা ঘোষের ২২ বলে অপরাধিত ৪৯ রানে বড় রান পায় ভারত। জবাবে মাত্র ১৫.৪ ওভারে ৬৯ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। দীপ্তি শর্মা ৬ রানে তিন উইকেট নিয়ে ধস নামান। শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ও শ্রীচরণী নেন দু'টি করে উইকেট। শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন চামারি

কালনায় দুই ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইলের নেশা কাটিয়ে যুব সমাজকে মাঠমুখী করার বার্তা দিয়ে পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড়ে আয়োজিত হল এক দিনের আট দলীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্ট। সমুদ্রগড় বান্ধব সমিতির পরিচালনায় রেল ময়দানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টোপাধ্যায়। বিজয়ী দলের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৪০ হাজার টাকা নগদ ও ট্রফি।



অন্যদিকে, কালনার কৃষ্ণদেবপুর হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত হয় আট দলীয় মোদী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। ৪ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিযোগিতার সূচনা করেন মণ্ডল সভাপতি গৌর মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন

বিশ্বকাপের ডাক দুর্গাপুরের আরাধ্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাত্র ১০ বছর বয়সেই কিকবক্সিং বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে নামার সুযোগ দুর্গাপুরের আরাধ্যা ধীরের। কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের পতাকা ওড়ানোর স্বপ্নের সামনে এখন বড় বাধা আর্থিক অনাটন। ২০২৪ থেকে ২০২৬-টানা তিন বছর জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সোনা জিতেছে আরাধ্যা। ২০২৫ সালে ওয়াকো ওপেন আন্তর্জাতিক কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি সোনা ও একটি রূপো এবং থাইল্যান্ড



বিশ্বকাপে জোড়া সোনা পেয়েছে সে। প্রশিক্ষক ঈশ্বর মাঝির দাবি, তালশখন্দেও পদক জয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে আরাধ্যার। তবে

ভিসা, বিমানভাড়া, রেজিস্ট্রেশন ফি ও ক্রীড়াসামগ্রী মিলিয়ে খরচ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। আরাধ্যার মা কাকলি ধীরের জানান, থাইল্যান্ড বিশ্বকাপেও ঋণ নিয়ে মেয়েকে পাঠাতে হয়েছিল। এবারও সাহায্য না মিললে একই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরে নথি জমা দিয়েছে পরিবার। এখন সময়ের সঙ্গে লড়াই করে আরাধ্যার বিশ্বকাপযাত্রার জন্য সরকারি বা বেসরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় পরিবার।